RNI No. 71057/96

Bengali fortnightly newspaper

পূর্বোত্তর

১৯৯৬ সন থেকে প্রকাশিত

www.facebook.com/purbottar
www.purbottar.in

বিজ্ঞপ্তি

আপনাদের গল্প, কবিতা, মৌলিক রচনা আমাদের contact@purbottar.in –এ ই-মেইল অথবা, 7547930235 নাম্বারে হোয়াটস্ অ্যাপ করুন।

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন- 9775273453

বিজ্ঞপ্তি

আপনাদের গল্প, কবিতা, মৌলিক রচনা আমাদের contact@purbottar.in –এ ই-মেইল অথবা, 7547930235 নাম্বারে হোয়াটস্ অ্যাপ করুন।

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন- 9775273453

বর্ষ: ২৯, সংখ্যা: ৮, কোচবিহার, শুক্রবার, ১৮ এপ্রিল - ১ মে, ২০২৫, পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৮

Vol: 29, Issue: 8, Cooch Behar, Friday, 18 April - 1 May, 2025, Pages: 8, **Rs. 3**

চাকরিহারানো শিক্ষকদের সঙ্গে পুলিশের ধস্তাধস্তি

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: আদালতের রায়ে চাকরিহারা শিক্ষক-শিক্ষিকাদের ডিআই অফিস অভিযান ঘিরে ধুন্ধুমার পরিস্থিতি তৈরি হল কোচবিহারে। ৯ এপ্রিল বুধবার কোচবিহারের রাজবাড়ি স্টেডিয়ামে জমায়েত করেন চাকরিহারা শিক্ষকরা। সেখান থেকে মিছিল করে তারা সাগরদিঘি চত্বরে ডিআই অফিসের সামনে পৌঁছান। তার আগেই ওই এলাকা পুলিশ দিয়ে ঘিরে রাখা হয়েছিল। ব্যারিকেড তৈরির পাশাপাশি রাখা হয়েছিল জল কামান। মিছিল ডিআই অফিস চত্বরে পৌঁছানোর পর চাকরিহারা শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সঙ্গে পুলিশের ধস্তাধস্তির ঘটনায় কয়েকজন চাকরিহারা অসুস্থ হয়ে পড়েন বলে জানা গিয়েছে। চাকরি হারানো শিক্ষক কৌশিক সরকার বলেন, “আমরা ফুটবল হয়ে গিয়েছি। যে যার মতো খেলছে। আমাদের সঙ্গে অবিচার হচ্ছে। আমাদের দোষটা কোথায়। ২০১৬ সালে পরীক্ষা দিয়ে যোগ্য হিসেবে চাকরি পেয়েছি এটাই আমাদের দোষ? সরকার অযোগ্যদের নিয়োগ করেছে সে দায় কি আমাদের? আজ সরকারের কাছে মিরোর ইমেজ, তথ্য থাকার পরেও তারা কেন জমা দিচ্ছে না। আমরা এটা কিছুতেই মেনে নিতে পাচ্ছি না।”

বুধবার জেলায় জেলায় ডিআই অফিস অভিযান রয়েছে চাকরিহারাদের। সেইমতো এদিন কোচবিহার ডিআই অফিসে অভিযান ছিল। চাকরিহারাদের একাংশ জড়ো হন কোচবিহার ডিআই অফিসের সামনে। তবে তাঁদের ভেতরে প্রবেশ করতে না দেওয়ার জন্য কড়া ব্যবস্থা নিয়েছিল পুলিশ। ডিআই অফিসের গেটের সামনে ব্যারিকেড দেওয়া হয়। সেই ব্যারিকেড ভেঙে ডিআই অফিসের ভেতরে ঢুকে পড়ার চেষ্টা করেন চাকরিহারারা। সেই সময় পুলিশের সঙ্গে ধস্তাধস্তি শুরু হয় চাকরিহারাদের। চাকরিহারানো এক শিক্ষক বলেন, “আমরা কোনও রাজনৈতিক দলের সদস্য নন। কোনও রাজনৈতিক কর্মসূচিও ছিল না। তাহলে কেন পুলিশ এমন আচরণ করবে?” চাকরিহারাদের দাবি, স্কুল পরিদর্শকের হাতে স্মারকলিপি তুলে দেবেন তাঁরা। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে চাকরিহারারা এদিন পথে নেমেছেন। জেলায় জেলায় ডিআই অফিস অভিযানের ডাক দেন তারা। পরে কোচবিহারের ডিআই (মাধ্যমিক) সমর চন্দ্র মন্ডল আন্দোলনস্থলে এসে আন্দোলনকারীদের সঙ্গে কথা বলেন।

রামনবমীর ভিড় উপচে পড়ল কোচবিহারে

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: রামনবমীর শোভাযাত্রায় কোচবিহারে উপচে পড়ল ভিড়। ৬ এপ্রিল রবিবার বিশ্ব হিন্দু পরিষদের ডাকে কোচবিহার শহরে পালিত হয় রাম নবমীর শোভাযাত্রা। কোচবিহার শহরতো বটেই, তুফানগঞ্জ, মাথাভাঙ্গা ও মেখলিগঞ্জে রামনবমীর শোভাযাত্রা বের হয়। শুধু দিনহাটায় রামনবমীর শোভাযাত্রা বের হয়নি। কোচবিহার শহরে রামনবমীর শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণ করেন বিজেপির বিধায়ক নিখিল রঞ্জন দে, মিহির গোস্বামী, সুকুমার রায়। তুফানগঞ্জ রামনবমীর মিছিলে অংশ নেন মালতী রাভা রায়, মাথাভাঙ্গায় মিছিলে অংশ নেন বিজেপি বিধায়ক সুশীল বর্মণ। এছাড়াও বিশ্ব হিন্দু পরিষদের নেতাই সহ বহু সনাতনী ধর্মের মানুষজনেরা। এদিন শোভাযাত্রা প্রথম সারিতে ছিলেন বিভিন্ন সাধু সন্ন্যাসীরা। রামনবমী শোভাযাত্রা ঘিরে যাতে কোনও অপ্রীতিকর ঘোষণা না ঘটে সেই কারণে পুলিশি নিরাপত্তা ছিল চোখে পড়ার মতো।

পুরাণে আছে, রাজা দশরথ ও রানি কৌশল্যার সন্তান হিসাবে এই দিনে রামের জন্ম হয়। তাই এই দিনটি রামনবমী হিসাবে পালন করা হয়। তিনি ভগবান বিষ্ণুর সপ্তম মানব অবতার রাম। অনেকের বিশ্বাস, ভগবান বিষ্ণু পৃথিবীতে মানব অবতার রূপে জন্ম নিয়েছিলেন অসুরদের অত্যাচার শেষ করার জন্য। বিশেষ করে লঙ্কার রাজা রাবণকে শাস্তি দেওয়ার জন্যই মানব রূপে মর্তে এসেছিলেন বিষ্ণু। রাবণ ছিলেন বরপ্রাপ্ত অসুর। ভগবানরা তাঁর বিরুদ্ধে লড়াই করে টিকতে পারতেন না। তাই বিষ্ণু মানুষরূপে পৃথিবীতে আসেন। পৃথিবীতে ধর্মরক্ষার জন্য রাবণকে যুদ্ধে পরাজিত করেন তিনি। সেই যুদ্ধে রাবণ প্রাণও হারান। রামভক্তদের কাছে রামের এই বিজয় ধর্মযুদ্ধে জয়ও বটে। তাই তাঁরা রামনবমীর দিনটিকে খুব নিষ্ঠা নিয়ে পালন করেন। অনেকেই বিশ্বাস করেন, এদিন পুজো করলে মনের অনেক আকাঙ্ক্ষা পূরণ হয়। ভগবানের কৃপায় সব ধরনের সংকট থেকে রক্ষা পাওয়া যায় এদিন পুজো করলে। অনেকে রামনবমীর দিন ভগবান রামের সঙ্গেই দেবী দুর্গারও পুজো করেন।

বিজেপির পাশাপাশি এদিন তৃণমূল নেতাদেরও বিভিন্ন কর্মসূচিতে অংশ নিতে দেখা যায়। রাজ্য তৃণমূল কংগ্রেসের সহ সভাপতি রবীন্দ্রনাথ ঘোষ ও তৃণমূলের মুখপাত্র পার্থপ্রতিম রায় কোচবিহারের কুলদেবতা মদনমোহন মন্দিরে পুজো দেন। এদিন তারা পূজো দিয়ে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর সুস্থতা কামনা করেন এবং কোচবিহার জেলাবাসীর মঙ্গল কামনা করেন। রাজ্য তৃণমূল কংগ্রেসের সহ সভাপতি রবীন্দ্রনাথ ঘোষ বলেন, “আজকের এই পবিত্র দিনে ভগবান রাম পৃথিবীতে আবির্ভাব হয়। এই দিনটিতে কোচবিহারের কুলদেবতা মদনমোহন মন্দিরে এসে পুজো দিলাম। কোচবিহারবাসী ও রাজ্যবাসীর মঙ্গল কামনায় এবং রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির সুস্থতা কামনায় পুজো দিয়েছি। যারা রামকে নিয়ে রাজনীতি করতে চায় তারা যেন ব্যর্থ হন।” রামনবমীতে তৃণমূল জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিকও পুজোয় অংশ নেন। তৃণমূলের পক্ষ থেকে গ্রামে গ্রামে রামনবমীর মিছিলের আয়োজন করা হয়।

বৃত্তি প্রাপকদের সংবর্ধনা কোচবিহারে

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: চার জেলার বৃত্তি প্রাপকদের সংবর্ধনা অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হল কোচবিহারে। ৬ এপ্রিল, রবিবার প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন পর্ষদের উদ্যোগে কোচবিহার শহরের সুকান্ত মঞ্চে বৃত্তি প্রাপকদের সংবর্ধনা দেওয়া হয়। পর্ষদের পক্ষ থেকে জানানো হয়, কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি ও দার্জিলিং জেলার বৃত্তি প্রাপকদের সংবর্ধনা অনুষ্ঠান হয়। এই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উত্তরবঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য দেবব্রত বসু। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন পর্ষদ, পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য সম্পাদক তপন সামন্ত, সদস্য দিলীপ মাইতি সহ কোচবিহার জেলার বিশিষ্টজনেরা প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন পর্ষদের কোচবিহার জেলা সম্পাদক পার্থ প্রতিম ভট্টাচার্য বলেন, “আজকের অনুষ্ঠানে চার জেলার মোট ৯৬ জন ছাত্রের হাতে সার্টিফিকেট ও চেক তুলে দেওয়া হয়। তিনি আরও জানান, আগামী ৯-১৪ অক্টোবর এবছরের পরীক্ষা হবে। নাম নথিভুক্ত করার শেষ তারিখ ৩১ শে মে পর্যন্ত।

বিজেপিকে দূরবীন দিয়ে খুঁজে পাওয়া যায় না, কটাক্ষ অনন্তের

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: ফের বিজেপির বিরুদ্ধে তোপ দাগলেন দলেরই রাজ্যসভার সাংসদ তথা গ্রেটার নেতা অনন্ত মহারাজ। ১৩ এপ্রিল, শনিবার দুপুরে চকচকা বড়গিলায় নিজের বাড়িতে সাংবাদিক বৈঠকে করে বিজেপির বিরুদ্ধে তোপ দাগেন অনন্ত। বিজেপির সাংগঠনিক অবস্থা নিয়ে কটাক্ষ করে বলেন, “উত্তরবঙ্গে দূরবীন দিয়েও খুঁজে পাওয়া যায় না দলটাকে। সংগঠনের অবস্থা খুবই খারাপ। জেলা ও রাজ্য বিজেপি নেতৃত্ব আমার সঙ্গে আলোচনা না করেই কাজ করছে। বিষয়টি অমিত শাহকে জানিয়েছি। এই ত্রুটি দ্রুত সংশোধন করা না হলে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে ভুগতে হবে বিজেপিকে। উত্তরবঙ্গ নিয়ে কোনও সিদ্ধান্ত নিতে দেরি করলে তার পরিণামও খারাপ হবে।” বিজেপির কোচবিহার জেলা সভাপতি অভিজিৎ বর্মন বলেন, “তিনি কী বলেছেন জানি না। তবে তিনি সাংসদ। দলের শ্রীবৃদ্ধির জন্য তাঁর সঙ্গে দেখা করে পরামর্শ নেব। শীঘ্রই তাঁর বাড়ি যাব।” এদিন সাংবাদিক বৈঠকে অনন্ত মহারাজ বলেন, “গ্রেটার কোচবিহার পিপলস অ্যাসোসিয়েশন (জিসিপিএ) নামে একাধিক সংগঠন রয়েছে। এ নিয়ে মানুষের মধ্যে বিভ্রান্তি রয়েছে। এরা মানুষের কাছ থেকে টাকা তুলছে। এটা অন্যায়। আমাদের সংগঠন রেজিস্টার্ড। বাকিরা ভুয়ো। তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য আমরা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হচ্ছি।” আরেক গ্রেটার নেতা বংশীবদন বর্মন বলেন, “অনন্ত রায় তো বিজেপির রাজ্যসভার সাংসদ। বিজেপির সাংসদ হয়ে গ্রেটার সম্পর্কে কথা বলার কোনও অধিকারই নেই। আমরা গ্রেটার কোচবিহার শুরু করেছি ১৯৯৮ সালের ৯ সেপ্টেম্বর পঞ্চানন বর্মার তিরোধান দিবস থেকে। এদিন পর্যন্ত তিনি গ্রেটার কোচবিহার পিপলস অ্যাসোসিয়েশনের কোন পদে কবে ছিলেন? আমারই গ্রেটার।” এর আগেও একাধিকবার বিভিন্ন ইস্যুতে বিজেপির বিরুদ্ধে সরব হয়েছেন রাজ্যসভার সাংসদ গ্রেটার নেতা অনন্ত মহারাজ। কোচবিহারকে নিয়ে পৃথক রাজ্য গড়ার বিষয়ে টালবাহানার অভিযোগ তুলে কেন্দ্রের বিজেপি সরকারকে কড়া ভাষায় আক্রমণ করেছেন তিনি। কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদের সঙ্গে দেখা করতে চাইলেও তাঁরা দেখা করেন না বলে প্রকাশ্যেই ক্ষোভ উগরে দিতে দেখা গিয়েছে তাঁকে।

কয়েক মাস আগে বিশ্ববীর চিলা রায়ের ৫১৫ তম জন্মজয়ন্তী উপলক্ষ্যে কোচবিহার-২ ব্লকের সিদ্ধেশ্বরীতে দু’দিনের অনুষ্ঠানেও কেন্দ্রীয় সরকারের কাজে তিনি যে বেজায় ক্ষুব্ধ সেকথা বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। জেলার রাজনৈতিক মহলের মতে, লোকসভা ভোটের আগে থেকেই বিজেপির সঙ্গে অনন্ত মহারাজের সম্পর্ক খারাপ হতে শুরু করে। এবারে বিজেপির কি ভূমিকা হয় সেটাই দেখার।

হাসপাতাল থেকে রোগী ভাগিয়ে নেওয়ার অভিযোগ চিকিৎসকের বিরুদ্ধে

TICKET COUNTER FOR CHILDREN
প্রতিবন্ধী
FASTER
OPD REGISTRATION

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: এবারে চিকিৎসকের বিরুদ্ধেই সরকারি হাসপাতাল থেকে রোগী ভাগিয়ে নিয়ে যাওয়ার অভিযোগ উঠল। আর তা নিয়ে বসল তদন্ত কমিটি। সোমবার ৮ এপ্রিল এমনই ঘটনা ঘটেছে কোচবিহার এমজেএন মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে। অভিযোগ উঠেছে, দন্ত বিভাগের এক চিকিৎসকের বিরুদ্ধে। ওই ঘটনায় রীতিমত শোরগোল পড়ে গিয়েছে। ইতিমধ্যেই এই ঘটনার কথা অভিযোগ আকারে হাসপাতালের এমএসভিপি সৌরদীপ রায়ের কাছে জমা করা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে।

হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে, দিনহাটার বাসিন্দা তমিশ্রা ভুইয়া দীর্ঘদিন যাবত দাঁতের সমস্যায় ভুগছিলেন। এই সমস্যা নিয়ে তিনি কোচবিহার মহারাজা জিতেন্দ্র নারায়ণ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে দাঁতের ডাক্তার দেখান। অভিযোগ, ডাক্তার দেখানোর পরও সেখানকার কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে দিনের পর দিন ঘোরাচ্ছেন। দাঁত পরীক্ষার যন্ত্র খারাপ বলেও দাবি করা হয়। এদিন ফের ওই মহিলা হাসপাতালে ডাক গেলে তাঁকে প্রাইভেট চেম্বারে যেতে বলেন সেখানকার কর্তব্যরত চিকিৎসক। পাশাপাশি তার সামনেই এক রোগীকে ওই চিকিৎসকের প্রাইভেট চেম্বারের ভিজিটিং কার্ড দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। ওই ঘটনায় ক্ষোভের কথা জানান তমিশ্রা ভুইয়া নামে ওই রোগী। ইতিমধ্যেই হাসপাতালের এমএসভিপির কাছে গোটা ঘটনার অভিযোগ লিখিত আকারে জমা দিয়েছে সে।

কোচবিহার এমজেএন মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের এমএসভিপি সৌরদীপ রায় বলেন, "একটা অভিযোগ আমার কাছে জমা পড়েছে। অভিযোগের ভিত্তিতে আমি একটি তদন্ত কমিটি গঠন করছি। তদন্তে যদি দেখা যায় কোনো গাফিলতি রয়েছে তাহলে সেভাবে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।"

বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস ও কোচবিহার মহারাজা জিতেন্দ্র নারায়ণ মেডিক্যাল কলেজের সপ্তম প্রতিষ্ঠা দিবস পালন

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস ও কোচবিহার মহারাজা জিতেন্দ্র নারায়ণ মেডিক্যাল কলেজের সপ্তম প্রতিষ্ঠা দিবস পালিত হল। ৭ এপ্রিল, সোমবার কোচবিহার শহর সংলগ্ন বিবেকানন্দ স্ট্রিটে এমজেএন মেডিক্যাল কলেজ ক্যাম্পাসে পালিত হয় বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস। এবারে এমজেএন মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের সপ্তম প্রতিষ্ঠা দিবস পালন করা হয়। প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মধ্য দিয়ে ওই অনুষ্ঠানে শুভ সূচনা করেন এমজেএন মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের রোগী কল্যাণ সমিতির জনপ্রতিনিধি অভিজিৎ দে ভৌমিক। তিনি ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন এমজেএন মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের অধ্যক্ষ নির্মল কুমার মণ্ডল, হাসপাতালের এমএসভিপি সৌরদীপ রায় এবং কোচবিহার জেলা পুলিশ সুপার দ্যুতিমান ভট্টাচার্য। এ বছর বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস ২০২৫ এর প্রতিপাদ্য হল 'সুস্থ সূচনা, আশাবাদী ভবিষ্যৎ'। এই থিমটি মা এবং নবজাতকের স্বাস্থ্য এবং সুরক্ষার উপর। যার লক্ষ্য গর্ভাবস্থা, প্রসব এবং প্রসবোত্তর যত্নের সময় উচ্চমানের পরিষেবার প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেওয়া। কোচবিহার সরকারি মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের নাম পরিবর্তন করে ২০১৮ সালের ৭ এপ্রিল মহারাজা জিতেন্দ্র নারায়ণ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল নামকরণ করা হয়। আজ তার সপ্তম প্রতিষ্ঠা দিবস। সেই দিনটিকে ধুমধামের সাথে উদযাপন করা হল বিবেকানন্দ স্ট্রিটে এমজেএন মেডিকেল কলেজ ক্যাম্পাসে।

এদিন এবিষয়ে এমজেএন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের রোগী কল্যাণ সমিতির জনপ্রতিনিধি অভিজিৎ দে ভৌমিক বলেন, "আজ আমরা মহারাজা জিতেন্দ্র নারায়ণ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল সপ্তম প্রতিষ্ঠা দিবস ও বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস পালন করলাম। যারা কৃতী পড়ুয়া রয়েছে তাদের উৎসাহিত করার লক্ষ্যে শংসাপত্র দেওয়া হয়। আজ আমরা বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবসে গর্বের সাথে বলতে পারি আমাদের কোচবিহারে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মাতৃমা তৈরি করেছেন। যেখানে প্রসূতি মায়ের চিকিৎসা হয়। আমাদের এখানে প্রচুর পরিমাণে প্রসূতি মায়ের মৃত্যু কমেছে। মেডিক্যাল কলেজ হওয়ায় কোচবিহার জেলার মানুষের চিকিৎসার ক্ষেত্রে ঐতিহাসিক পরিবর্তন এসেছে।"

মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগ দাবি সিপিএমের যুব ও ছাত্র সংগঠনের

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: আদালতের রায়ে ২০১৬ সালের এসএসসি প্যানেল বাতিলের জন্য রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে দায়ী করে মিছিল ও পথ অবরোধ করল সিপিএমের ছাত্র ও যুব সংগঠন। ৭ এপ্রিল সোমবার কোচবিহারে ওই মিছিল ও পথ অবরোধ করা হয়। মিছিল থেকে মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগের দাবি করে সিপিআইএমের ছাত্র ও যুব সংগঠন এসএফআই ও ডিওয়াইএফআই। এদিন প্রথমে তারা কোচবিহার জেলা কার্যালয় থেকে একটি মিছিল বের করেন। ওই মিছিলটি কোচবিহার শহরের বিভিন্ন রাস্তা পরিক্রমা করেন। তারপর শহরের কাচারি মোড় এলাকায় গিয়ে পথ অবরোধ করে তারা। সেখানে পোড়ানো হয় রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর কুশপুতুল। মিছিল ও পথ অবরোধ ঘিরে পুলিশের সাথে বচসা শুরু হয়। পরে তাদের পথ অবরোধ তুলে নেওয়া হয়। সংগঠনের দাবি, শিক্ষক নিয়োগে ওই বিশাল দুর্নীতির একমাত্র দায় রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর। সংগঠনের এক নেতা বলেন, "সুপ্রিম কোর্টের রায় স্পষ্ট করে দিয়েছে যে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের শাসনকালে, পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষিত বেকার যুবকদের মেধা কীভাবে টাকার বিনিময়ে বিক্রি করা হয়েছিল। এই বিশাল দুর্নীতির সম্পূর্ণ দায় রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর। তাই মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগ চাই।"

জমির মালিকানা নিয়ে বিতর্ক মাথাভাঙ্গায়

নিজস্ব সংবাদদাতা, মাথাভাঙ্গা: জমি কার, তা নিয়ে টানাটানি শুরু হল মাথাভাঙ্গায়। সম্প্রতি মাথাভাঙ্গা পচাগর বাজার এলাকায় পুরনো দোকান ভেঙে স্টল তৈরির উদ্যোগ নিয়েছে মাথাভাঙ্গা পুরসভা। আর ওই এলাকার বাসিন্দা কৃষ্ণপদ দাস দাবি করেছেন, তার মায়ের নামে থাকা জায়গা জোরপূর্বক মাথাভাঙ্গা পুরসভা দখল করে স্টল নির্মাণ করতে চাইছে। তাদের কাছে নথি থাকলেও পুরসভা তাদের কথার গুরুত্ব দিচ্ছে না। এমনকি মায়ের নামের খতিয়ান থাকার কথা বললে নিজের নামের খতিয়ান দেখাতে বলা হয়। এই নিয়ে পুরসভার চেয়ারম্যানের সঙ্গে বাকবিতণ্ডায় জড়িয়ে পড়েন জমির মালিকানা দাবি করা কৃষ্ণপদ দাস।

মাথাভাঙ্গা পুরসভার চেয়ারম্যান লক্ষপতি প্রামাণিক বলেন, "ওই জমি পুরসভার। বেআইনিভাবে ওই ব্যক্তি তার মায়ের জমি বলে দাবি করছে। তাদের কাছে কোনো নথি নেই। বাম আমলে জমির দাবি নিয়ে কোর্টে মামলা করে সেই মামলায় পরাজিত হয় ওই ব্যক্তি। আইনিভাবে এই জমি পুরসভার। দীর্ঘদিন ধরে ওই জায়গায় যারা দোকান করে আসছে তারা পুরসভাকে কর প্রদান করে। তাদের কথা মাথায় রেখেই নতুন করে নির্মাণ কাজ করা হবে।"

ভাতা বৃদ্ধির দাবিতে আন্দোলনে আশা কর্মীরা

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: দশ দফা দাবির ভিত্তিতে জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকের কাছে স্মারকলিপি দিল পশ্চিমবঙ্গ আশা কর্মী ইউনিয়ন। ৮ এপ্রিল, সোমবার সংগঠনের সদস্যারা কোচবিহার জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারকের দফতরের সামনে বিক্ষোভ দেখায়। পরে তাদের একটি প্রতিনিধি দল জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকের হাতে স্মারকলিপি তুলে দেয়। সংগঠনের দাবি, তাদের ভাতা ১৫ হাজার টাকা করতে হবে। ফেব্রুয়ারি মাসে বকেয়া প্যাকেজ অবিলম্বে প্রদান করতে হবে। করোনা আক্রান্ত আশা কর্মীদের প্রাপ্য এক লক্ষ টাকা অবিলম্বে প্রদান করতে হবে। জল পরীক্ষার টাকা প্রদান করতে হবে। চোখের আলো ও গ্রামের বকেয়া টাকা প্রদান, সেপ্টেম্বর (২৪) থেকে বকেয়া সহ মোবাইল রিচার্জের টাকা প্রদান, মোবাইল রিচার্জ বৃদ্ধি করে ৩০০ টাকা করা, আশাদের প্রয়োজনীয় রেজিস্টার, কাগজ, কলম, জেরক্স এগুলো উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র বা সুস্বাস্থ্য কেন্দ্র থেকে সরবরাহ করার দাবি জানানো হয়। পশ্চিমবঙ্গ আশা কর্মী ইউনিয়নের কোচবিহার জেলা সম্পাদিকা রিনা ঘোষ বলেন, "আমাদের এই দশ দফা দাবি না মানা হলে আগামী দিনে বৃহত্তর আন্দোলনে নামব।"

পানীয় জলের সমস্যা মেটাতে পাম্পের উদ্বোধন

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: স্থানীয় বাসিন্দাদের দীর্ঘদিনের দাবি মেনে পানীয় জল সরবরাহ ঠিক রাখতে উদ্যোগী হল কোচবিহার পুরসভা। ৬ এপ্রিল, রবিবার পুরসভার ৪ নম্বর ওয়ার্ডে পানীয় জলের পাম্পের উদ্বোধন করেন কোচবিহার পুরসভার চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষ। পাশাপাশি কোচবিহার পুরসভার ৮ ও ১৭ নং ওয়ার্ডের সৌন্দর্যায়নের কাজেরও উদ্বোধন হয়। এদিন ওই দুই জায়গায় উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন সাংসদ তথা উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগমের চেয়ারম্যান পার্থপ্রতিম রায়, পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান আমিনা আহমেদ, ৪ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার ভূষণ সিং, শুভজিৎ কুণ্ডু সহ অন্যান্য কাউন্সিলার ও আধিকারিকরা।

কোচবিহার পুরসভার বিভিন্ন ওয়ার্ডে পানীয় জলের পাম্প বিকল হয়ে পড়েছে। তার জেরে বিভিন্ন ওয়ার্ডে পানীয় জলের সঙ্কট তৈরি হয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি মেনে বিভিন্ন ওয়ার্ডে পুরনো বা নষ্ট পাম্পগুলো নতুন করে সংস্কার করে কোচবিহার পুরসভা। তার মধ্যে রয়েছে ৪ নম্বর ওয়ার্ড। ৮ ও ১৭ নম্বর ওয়ার্ডের সৌন্দর্যায়নের কাজের সূচনা করা হয়। সেখানে রাস্তার পাশে নিকাশি সংস্কার করে তার উপর বসার ব্যবস্থা করা হবে। সব মিলিয়ে ৫৫ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ ঘোষ বলেন, "বাসিন্দাদের জল কষ্ট দূর করতে পানীয় জলের পাম্প নতুন করে বসানো হয়েছে। এতে প্রায় ২৫ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে।"

যোগ্যদের চাকরি বহাল রাখার দাবিতে আন্দোলনে এআইডিএসও

AIDSO
২০১৬ SSC প্যানেল বাতিলের সম্পূর্ণ দায় তৃণমূল সরকারকে নিতে হবে
যোগ্য শিক্ষকদের স্কুলে ফেরাও
দুর্নীতিগ্রস্তদের কঠোর শাস্তি দাও
AIDSO
বহাল রাখতে হবে। -AIDSO

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: যোগ্য শিক্ষক শিক্ষাকর্মীদের চাকরি বহাল রাখার দাবিতে রাজ্য জুড়ে মিছিল করল এআইডিএসও। ৮ এপ্রিল, মঙ্গলবার দুপুরে কোচবিহার শহরে ক্ষুদিরাম স্কোয়ার থেকে মিছিল বের হয়ে কাচারি মোড়ে যায়। মিছিলে নেতৃত্ব দেন সংগঠনের জেলা সম্পাদক আসিফ আলম ও সভাপতি কৃষ্ণ বসাক। সংগঠনের পক্ষ থেকে জানানো হয়, দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত সমস্ত দোষীদের কঠোর শাস্তি ও যোগ্য শিক্ষক শিক্ষাকর্মীদের স্কুলে ফেরানোর দাবিতে এদিন বিক্ষোভ মিছিল সংগঠিত হয়েছে।

অভিযোগ, স্থানীয় ক্ষুদিরাম স্কোয়ার থেকে মিছিল শহর পরিক্রমার উদ্দেশ্যে রওনা হল কাচারি মোড়ে পুলিশ মিছিলে আটকানোর চেষ্টা করে। পুলিশের বাধা অতিক্রম করে মিছিল সুনীতি রোড ধরে এগিয়ে যায়। মিছিলে নেতৃত্ব দেন সংগঠনের জেলা সম্পাদক আসিফ আলম ও সভাপতি কৃষ্ণ বসাক। চাকরি দুর্নীতির প্রতীকি প্যান্ডোরা বক্স জ্বালিয়ে প্রতিবাদ করতে গেলে পুলিশ বাধা দেয় বলে অভিযোগ। আসিফ আলম বলেন, "আমরা মনেকরি, তৃণমূল সরকারের শিক্ষা দফতর, সর্বোপরি সমগ্র মন্ত্রিসভার চূড়ান্ত দুর্নীতির জন্যই বর্তমান অবস্থার সৃষ্টি হল। এই দুর্নীতির সম্পূর্ণ দায় তৃণমূল পরিচালিত রাজ্য সরকারকে, বিশেষ করে তার শিক্ষা দফতর এবং শিক্ষা মন্ত্রীকেই নিতে হবে। আমরা দুর্নীতিতে জড়িত নেতা-মন্ত্রী সহ সকল ব্যক্তির কঠোর শাস্তির দাবি করছি। পাশাপাশি সকল যোগ্য শিক্ষক শিক্ষাকর্মীদের স্কুলে ফেরাতে হবে।"

Vol: 29, Issue: 8, 18 April - 1 May, 2025 পূর্বোত্তর

রাজবংশী ভাষায় প্রকাশিত হল ‘রামায়ণ’

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: এবারে রাজবংশী ভাষায় ‘রামায়ণ’ প্রকাশিত হল। ৬ এপ্রিল, রবিবার কোচবিহার শহরের গুঞ্জবাড়ি সংলগ্ন দ্য কোচবিহার ক্ষত্রিয় সোসাইটি হল ঘরে ওই বই প্রকাশ অনুষ্ঠান হয়। অনুষ্ঠানে জানানো হয়, স্বর্গীয় আনন্দ মোহন রায় রামায়ণ রাজবংশী ভাষায় অনুবাদ করেন। তার জীবন দশায় বইখানি লিখলেও তা প্রকাশ করতে পারেনি। তার সুযোগ্য পুত্র কবি উমা শঙ্কর রায় তাঁর অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করেন। স্বর্গীয় আনন্দ মোহন রায় রাজবংশী সাহিত্যে অনেক ছাপ রেখে গিয়েছেন। তাঁর যাত্রা পালাগুলির মধ্যে মুজিব কেন কবরে, শতাব্দীর ইতিহাস, শতাব্দীর কান্না, জনপ্রিয়। তিনি অনেক কবিতা লিখেছেন, একশোর বেশি ভাওয়াইয়া গান লিখেছেন। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন অধ্যাপক নিখিলেশ রায়, ভগীরথ দাস, মাধব চন্দ্র অধিকারী, কবি সাহিত্যিক সুরকার জগদীশ আসোয়ার, শিক্ষক ও শিল্পী যোগেন্দ্রনাথ রায়। উমাশঙ্কর রায় বলেন, “এই বইটি প্রকাশ করে খুবই আনন্দ হচ্ছে। আরও ভালো লাগত এই অনুষ্ঠানে যদি বাবা উপস্থিত থাকতেন।”

প্রকল্পের টাকা মেলেনি, ক্ষোভ

নিজস্ব সংবাদদাতা, তুফানগঞ্জ: ‘তরুণের স্বপ্ন’ প্রকল্পে চল্লিশ জন ছাত্র-ছাত্রী দশ হাজার টাকা করে না পেয়ে তুফানগঞ্জ মহকুমা শাসকের মাধ্যমে সরাসরি মুখ্যমন্ত্রীর কাছে চিঠি লিখে পাঠালেন। ৯ এপ্রিল, বুধবার তুফানগঞ্জ নৃপেন্দ্র নারায়ণ মেমোরিয়াল উচ্চ বিদ্যালয় বৃত্তিমূলক শাখার ওই ৪০ জন ছাত্র-ছাত্রী একজোট হয়ে তুফানগঞ্জ মহকুমা শাসকের মাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে চিঠি পাঠিয়েছেন। তাঁদের অভিযোগ, তুফানগঞ্জ নৃপেন্দ্র নারায়ণ মেমোরিয়াল উচ্চ বিদ্যালয়ের দ্বাদশ শ্রেণির কলা ও বিজ্ঞান ছাত্র-ছাত্রীরা টাকা পেলেও ওই বিদ্যালয়ের বৃত্তিমূলক শাখার কোন ছাত্র-ছাত্রী এখনও পর্যন্ত তা পায়নি। ওই আন্দোলনকারী ছাত্র-ছাত্রীদের কয়েকজন বলেন, “আমরা একাধিকবার বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সহ বিদ্যালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে একাধিকবার মৌখিকভাবেই জানিয়েছি তবে তিনি এই বিষয়ে কোনো কর্ণপাত করেননি এবং ব্যবস্থা নেননি।” বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক রামকৃষ্ণ প্রামানিক বলেন, “আমরা একাধিকবার আমাদের নোডাল অফিসারকে ইমেল এবং তার সঙ্গে গিয়ে দেখা করেছি, শুধু আশ্বাস পেয়েছি, কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হয়নি।” তুফানগঞ্জের মহাকুমাশাসক বাপ্পা গোস্বামী বলেন, “ইতিমধ্যেই ছাত্র-ছাত্রীদের দাবিপত্র হাতে পেয়েছি তাদের দাবি খতিয়ে দেখে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।”

ঝড়ের তান্ডবে ভেঙে পড়ল গাছ, ছিঁড়লো ইলেকট্রিকের তার

নিজস্ব সংবাদদাতা, দিনহাটা: ভোর রাতে ঝড়ের তাণ্ডবে দিনহাটা ২ নং ব্লকের সাহেবগঞ্জ এলাকা জুড়ে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি দেখা দিয়েছে। এলাকায় শাবলু বর্মনের বাড়িতে ভেঙে পড়ে প্রকাণ্ড গাছ যার জেরে একটি ঘর সম্পূর্ণভাবে ভেঙে গেছে। জানা যায় ওই ঘরে সাবলু বর্মনের মা শুয়ে ছিল। গাছ পরা শব্দে চমকে যান ওই বৃদ্ধা সে সময় ওই ঘরেই ছিলেন তিনি, তার চিৎকারে ছেলে ছুটে আসে ও তাকে প্রাণে বাঁচিয়ে ঘর থেকে বের করে আনে। ঘরের আসবাবপত্র সিলিং ফ্যান সব ভেঙে গেছে। অনেকটাই ক্ষয় ক্ষতি হয়েছে। এছাড়াও সাহেবগঞ্জ চৌপথিতে ভেঙে পড়েছে প্রকাণ্ড একটি আম গাছ, যার জেরে সকাল থেকেই যাতায়াত বন্ধ সাহেবগঞ্জ বামনহাট রোড। গতরাতের ঝড়ের তাণ্ডবে এলাকায় প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। সাহেবগঞ্জ জুনিয়র হাইস্কুল ভেঙে পড়েছে গাছ, বিভিন্ন জায়গায় ইলেকট্রিকের পোল ভেঙে ছিঁড়ে যায়। সকাল থেকেই বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। কিছু কিছু জায়গায় এলাকার মানুষ গাছের ডাল কেটে রাস্তা পরিষ্কারের হাত লাগায়। সকাল বেলা এলাকা পরিদর্শনে আসেন সাহেবগঞ্জ গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান অভিজিৎ বর্মন, শুনেছিলেন গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্যা প্রতিনিধি উজ্জ্বল তালুকদার। বিষয়টি সাহেবগঞ্জের বিডিওকে জানানো হয় বলে জানিয়েছেন তারা। ক্ষতিগ্রস্ত মানুষদের পাশে থাকার আশ্বাস দিয়েছে প্রশাসন।

অষ্টমী স্নানে গিয়ে জলে ডুবে মৃত্যু কিশোরের

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: অষ্টমীর পুন্যস্নান করতে গিয়ে জলে ডুবে মৃত্যু হল এক কিশোরের। ৫ এপ্রিল, শনিবার ঘটনাটি ঘটেছে কোচবিহারের তুফানগঞ্জ থানার নাটাবাড়ির পানিশালা এলাকায়। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃতের নাম সাগর বর্মন (১৫)। তার বাড়ি ধূপগুড়ি শহরের ২ নম্বর ওয়ার্ডের বর্মনপাড়ায়। পরে তার দেহ উদ্ধার করে পুলিশ ময়নাতদন্তের পর পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়। ওই ঘটনার শোকের ছায়া নেমে এসেছে গোটা এলাকায়। পুলিশ সূত্রেই জানা গেছে, তুফানগঞ্জ ১ নং ব্লকের নাটাবাড়ি ১-নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের কালজানি নদীতে অষ্টমীর পুণ্যস্নান করতে এসে জলে ডুবে যায় ওই কিশোর। পরে খোঁজাখুঁজি করে স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে নাটাবাড়ি ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত বলে ঘোষণা করেন।

বাঙ্কারে লুকিয়ে রাখা হয়েছিল গাঁজা, উদ্ধার করল পুলিশ

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: ঘরের ভেতরে তৈরি করা হয়েছিল বাঙ্কার। সেই বাঙ্কারের ভেতরে লুকিয়ে রাখা হয়েছিল বস্তা বন্দি গাঁজা। গাঁজার খোঁজে তল্লাশি চালাতে গিয়ে এমন বাঙ্কার দেখে তো চক্ষু চড়কগাছ পুলিশের। বাঙ্কারে নেমে বস্তা ভর্তি প্যাকেটের পর প্যাকেট গাঁজা উদ্ধার করে পুলিশ। ৪ এপ্রিল, শুক্রবার কোচবিহারের বাংলাদেশ সীমান্ত লাগোয়া এলাকা শীতলকুচিতে অভিযান চালিয়ে এমনই বড়সড় সাফল্যে পেয়েছে পুলিশ। গোপন সূত্রের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে শীতলকুচির ভাঐরথানা গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত মাঘপালা এলাকার কল্পনা মন্ডল নামে এক গৃহবধূর বাড়িতে অভিযান চালিয়ে ১০৯২ কেজি গাঁজা উদ্ধার করা হয়। এর পাশপাশি গাঁজা মজুত রাখার অভিযোগে লোকনাথ রায় নামে একজনকে গ্রেফতার করা হয়। তাদের বিরুদ্ধে মাদক আইনে মামলা রুজু করা হয়েছে। তা নিয়ে সাংবাদিক বৈঠক করে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার সন্দীপ গড়াই বলেন, “গোপন সূত্রে খবর পেয়ে ওই অভিযান চালানো হয়। অভিযান চালিয়ে ওই বাড়িতে থাকা একটি বাঙ্কার এবং বাড়ির পেছনে গর্ত থেকে মোট ৬৩ টি প্যাকেটে ১০৯২ কেজি গাঁজা উদ্ধার কর হয়েছে পাশপাশি এত পরিমাণ গাঁজা মজুত রাখার অপরাধে দুজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তারা হলেন কল্পনা মন্ডল এবং লোকনাথ রায়। তাদের বিরুদ্ধে মাদক আইনে মামলা রুজু করা হয়েছে।”

বিজেপির পঞ্চায়েত সদস্যের বাড়িতে হামলার অভিযোগ তৃণমূলের বিরুদ্ধে

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: বিজেপির এক পঞ্চায়েত সদস্যার বাড়িতে হামলা ও লুটপাটের অভিযোগ উঠেছে। ৬ এপ্রিল, রবিবার ঘটনাটি ঘটেছে কোচবিহারের দিনহাটার মনসব শেওড়াগুড়িতে। ওই ঘটনায় এলাকায় চরম উত্তেজনা ছড়িয়েছে। অভিযোগ, নাজিরহাট ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের ৩০ নম্বর বুথের বিজেপি সদস্যা যুথিকা বর্মনের বাড়িতে রাতের অন্ধকারে একদল দুষ্কৃতী হামলা চালায়। পঞ্চায়েত সদস্যের অভিযোগ, কয়েকজন দুষ্কৃতী বাড়িতে ঢুকে দরজা-জানালা ও আসবাবপত্র ভাঙচুর করে। আলমারির তালা ভেঙে নিয়ে যায় সোনার গয়না ও নগদ প্রায় ৫০ হাজার টাকা। তাঁর দাবি, ওই ঘটনার পিছনে তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীদের হাত রয়েছে। সাহেবগঞ্জ থানায় লিখিত অভিযোগও দায়ের করেছেন। তৃণমূল অবশ্য ওই অভিযোগ উড়িয়ে দিয়েছে। উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহ বলেন, “ওই অভিযোগ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। রাজনৈতিক স্বার্থে উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে এমন অভিযোগ করা হচ্ছে।”

ওয়াকফ আইন বাতিল ও ওষুধের দাম বৃদ্ধির প্রতিবাদে পথে তৃণমূল

নিজস্ব সংবাদদাতা, দিনহাটা: ওয়াকফ আইন বাতিল ও মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে দিনহাটা শহরে মিছিল করল তৃণমূল। ৫ এপ্রিল, শনিবার কোচবিহারের দিনহাটা সংহতি ময়দান থেকে ওই মিছিল শুরু হয়। মিছিল শহরের বিভিন্ন রাস্তা পরিক্রমা করে। মিছিলে নেতৃত্ব দিয়েছেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহ। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন দিনহাটা দুই নম্বর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি দীপক ভট্টাচার্য, দিনহাটা শহর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি বিশু ধর। মন্ত্রী উদয়ন বলেন, “কেন্দ্রীয় সরকার নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রীর দাম বাড়িয়ে চলেছে। এর ফলে সাধারণ মানুষ চরম সমস্যার মধ্যে পড়ছেন। তারা আর্থিক দিক থেকে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন। কেন্দ্রের বিজেপি সরকার সাধারণ মানুষের স্বার্থের কথা না ভেবে কেবলমাত্র কর্পোরেট সংস্থাগুলোর স্বার্থের কথা চিন্তা করে আর্থিক নীতি নির্ধারণ করে চলেছে। তারা জীবন দায়ী ওষুধের দাম বাড়িয়েছে। এটা কিছুতেই মেনে নেওয়া যায় না।” ওয়াকফ সংশোধনী বিল সম্পর্কে বলতে গিয়ে মন্ত্রী বলেন, “ওয়াকফ সংশোধনী আইন কিছুতেই মেনে নেওয়া যায় না। এই বিলের বিরোধিতা করে আসছে তৃণমূল। এই সাম্প্রদায়িক বিজেপির বিরুদ্ধে লাগাতার লড়াই আন্দোলন চলবে।”

কর্মীদের উপর হামলার প্রতিবাদে মিছিল বিজেপির

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: দলের কর্মী সমর্থকদের উপর হামলার অভিযোগে বিক্ষোভ মিছিল করল বিজেপি। ৫ এপ্রিল, শনিবার কোচবিহার শহরে প্রতিবাদ বিক্ষোভ মিছিল করেন তারা। এদিন মিছিলে উপস্থিত ছিলেন বিজেপি বিধায়িক মালতি রাভা, জেলা বিজেপির সভাপতি অভিজিৎ বর্মন, দলের জেলার সাধারণ সম্পাদক বিরাজ বসু, সম্পাদক শুভাশিস চৌধুরী। ওই মিছিল থেকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পদত্যাগের দাবি জানান তারা। ৪ এপ্রিল, শুক্রবার বিকেলে কোচবিহার জেলা বিজেপি কার্যালয়ের সামনে সংঘর্ষে জড়ায় তৃণমূল ও বিজেপি কর্মী-সমর্থকরা। ঘটনায় দুই পক্ষের অন্ততপক্ষে ১৫ জন জখম হয়। বিজেপি’র অভিযোগ, তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সদস্যরাই প্রথমে হামলা চালায় বিজেপি কর্মীদের উপরে। ওই ঘটনায় বেশ কয়েকজন বিজেপি কর্মী আহত হয়েছে। ওই ঘটনার প্রতিবাদে জেলা বিজেপির পক্ষ থেকে কোচবিহার শহর জুড়ে মিছিল করা হয়। তুফানগঞ্জের বিজেপি বিধায়ক মালতি রাভা রায় বলেন, “সারা রাজ্যের মানুষ জানে বিজেপিকে কোনও কর্মসূচি করতে হলে হাইকোর্ট থেকে নির্দেশ নিয়ে এসে করতে হয়। এর থেকে বোঝা যায় তৃণমূল ভয় পেয়েছে। গতকাল যুব মোর্চার একটি কর্মসূচি ছিল। সেই কর্মসূচি শুরুর আগে তৃণমূলের দুষ্কৃতীরা আমাদের কর্মীদের উপর হামলা করেন। তারা আমাদের কর্মীদের উপর হামলা চালাচ্ছে এবং মিথ্যে মামলা দিচ্ছে। পুলিশ আসলে দলদাসে পরিণত হয়েছে।” তৃণমূলের কোচবিহার জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক আবার পাল্টা দাবি করেছেন, বিজেপি তৃণমূল কর্মীদের উপরে হামলা চালিয়েছে।

ফুটবলপ্রেমীদের অভিনব গোলবার পূজা

নিজস্ব সংবাদদাতা, দিনহাটা: দিনহাটা সংহতি ময়দানে ফুটবলপ্রেমীদের অভিনব গোলবার পূজা করা হয় দিনহাটা সংহতি ময়দানে বাংলা নববর্ষের দিনে ফুটবলপ্রেমীদের অংশগ্রহণে এক অভিনব গোলবার পূজা আয়োজিত হল। স্থানীয় ফুটবল প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের উদ্যোগে প্রতি বছর এই পূজা অনুষ্ঠিত হয়। ফুটবলারদের মধ্যে সম্প্রীতি ও খেলার প্রতি শ্রদ্ধাবোধ জাগিয়ে তোলে, মঙ্গলবার পূজার শুভ সূচনা হয়। বাংলা নববর্ষের দিনে এই আয়োজন স্থানীয়দের জন্য একটি উৎসবমুখর পরিবেশ সৃষ্টি করে। স্থানীয় ফুটবল প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের কচিকাঁচা থেকে শুরু করে প্রাক্তন খেলোয়াড়, কোচ এবং স্থানীয় বাসিন্দারা সম্মিলিতভাবে পূজায় অংশ নেন। স্থানীয় ফুটবল প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, এই পূজার মাধ্যমে খেলার মাঠের সাফল্য ও নিরাপত্তার জন্য প্রার্থনা করা হয়। এটি যুবসমাজকে ক্রীড়ার প্রতি অনুপ্রাণিত করতে এবং সম্প্রদায়গত ঐক্য সুদৃঢ় করতে সাহায্য করে ।

সম্পাদকীয়

অস্থির নববর্ষ

আবার একটি নতুন বছর। ১ লা বৈশাখ। বৈশাখ মাসের সঙ্গে বাঙালির এক অমোঘ টান। বৈশাখ এক আনন্দ নিয়ে হাজির হয়। আবার হাজির হয় কালবৈশাখী নিয়েও। নতুন বছরের শুরুতেই কোচবিহার থেকে উত্তরবঙ্গের এক বৃহৎ অংশ জুড়ে হানা দিয়েছিল কালবৈশাখী। যে ঝড়ে লন্ডভন্ড হয়ে যায় প্রচুর বাড়ি-ঘর। ক্ষণিকের জন্যে খোলা আকাশের নিচে আশ্রয় নিতে হয়েছিল বহু মানুষকে। আসলে এবারে বাংলার এই নতুন বছর মানুষের মনে আনন্দ নিয়ে আসতে পারেনি। চারদিকে এক অস্থিরতা মানুষের মনকে আরও অস্থির করে তুলেছে। একটি ভয়-আতঙ্ক চেপে বসেছে অনেকের মনে। আদালতের রায়ে ছাব্বিশ হাজার শিক্ষক-অশিক্ষক কর্মীর চাকরি চলে গিয়েছে। তাঁদের মধ্যে যারা যোগ্য তাঁরা পথে নেমে আন্দোলন শুরু করেছে। সেই আন্দোলনেও পড়েছে পুলিশের লাঠি। তা নিয়েও মানুষের মধ্যে তৈরি হয়েছে ক্ষোভ। আবার ওয়াকফ আইন ঘিরে আন্দোলন হয়েছে তীব্র। সেই আবহে মুর্শিদাবাদে গন্ডগোল চরম পর্যায়ে পৌঁছেছে। নিরীহ সাধারণ মানুষের মৃত্যু হয়েছে। যা নিয়েও ক্ষোভ ফুসছেন গোটা রাজ্যের মানুষ। এই আবহে নতুন বছর শুরু হয়ে গেল। এই নতুন বছরে পরিস্থিতি স্বাভাবিক করে তুলতে আরও সক্রিয় হয়ে উঠুক প্রশাসন, এখন এটাই চাইছেন মানুষ।

টিম পূর্বোত্তর

সম্পাদক ঃ সন্দীপন পন্ডিত
কার্যকারী সম্পাদক ঃ দেবাশীষ চক্রবর্তী
সহ-সম্পাদক ঃ কঙ্কনা বালো মজুমদার, বর্ণালী দে
ডিজাইনার ঃ ভজন সূত্রধর
বিজ্ঞাপন আধিকারিক ঃ রাকেশ রায়
জনসংযোগ আধিকারিক ঃ মিঠুন রায়

গল্প

পুস্তক পর্যালোচনা

... দেবাশীষ চক্রবর্তী

লেখকের অন্যান্য বই --

১) ওঁ গীতা মর্মার্থম (শ্রীমদ্ভাগবত গীতার পদ্যানুবাদ)।
২) বধূরূপে বিধবা (উপন্যাস)।
৩) অপরাজেয় পরাজিত (কাব্যগ্রন্থ)।
৪) রহস্যের আবিষ্কার (উপন্যাস)।
৫) মদে মত্ত মাতালের মহত্ত্ব (নাটক)।
৬) চিঠি চিঠি (ভ্রমণকাহিনী)।
৭) অনুচ্চার অনুরণন (প্রবন্ধ)।

মানুস কতটা স্বার্থত্যাগ করতে পারে, মৃত্যু পথযাত্রী হয়ে মিথ্যে কলঙ্কের গ্লানি নিয়ে, পিতৃভূমি থেকে চিরতরে পালিয়ে ছদ্মবেশ ধারণ করে অপরিচিত বাড়িতে থেকে, জেল হাজতে থেকেও স্বধর্ম স্বকৃষ্টি সততা সৃজনশীল প্রতিভা প্রস্ফুটিত করে, বঙ্গভূমিতে স্বনামধন্য সাহিত্যিক হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে পারে তার এক করুন অথচ রোমাঞ্চকর কাহিনী সুন্দর ভাবে নিখুঁতভাবে অঙ্কিত হয়েছে অপরাজেয় রহস্য উপন্যাসটিতে-। গ্রামবাংলার প্রায় চার যুগ আগে সামাজিক অবস্থার নির্মম একটি চিত্র শিক্ষিত বেকার যুবকের মধ্য দিয়ে লেখক অঙ্কিত করেছেন। তার মধ্যে ত্রিকোণ প্রেমের একটি নতুনত্বে ভরা ঘটনা প্রবাহও রয়েছে। উপন্যাসে কয়েকটি নারী চরিত্র বিভিন্নভাবে প্রকাশ পেয়েছে তবে প্রকৃতপক্ষে এখানে তিনটি চরিত্রকেই উপন্যাসের নায়িকা হিসেবে আখ্যা দেওয়া যায়। একজন সাংবাদিকের যন্ত্রণা প্রতিকূল ও ভীতিকর পরিবেশ আর গোয়েন্দা সুলভ কর্মকাণ্ডের পরে একটি খবর তৈরী করার কল্পনাময় অথচ চরম বাস্তব চিত্র লেখক উপস্থাপন করে উপন্যাসটিকে রোমাঞ্চকর ও কৌতুহলী করে তুলতে সক্ষম হয়েছেন। আধুনিক উপন্যাস হলেও এখানে কিছু কিছু পৌরাণিক ঘটনার কথপোকথন-কালিকথার কাহিনী- বাকদেবী বা সরস্বতীর ষোলোটি রূপ ও আবির্ভাবের কাহিনী উপন্যাসকে সমৃদ্ধই করেনি অনেক দুর্লভ তথ্য বিবৃত হয়েছে যা সমাজের কৌতুহলী সাহিত্য প্রেমী ও অন্যান্য পাঠক-পাঠিকাদের তৃপ্তি সাধন করবে। উপন্যাসে অনেকগুলি কবিতা এতো সুন্দরভাবে লেখক লিখেছেন যা উপন্যাসকে সম্পৃক্ত করেছে। লেখকের কষ্টার্জিত এই তথ্যগুলি আমাদের আকাঙ্ক্ষা নিবৃত্ত করে। লেখক এই বেকার যুবককে সুন্দরভাবে বিভিন্ন ছদ্মবেশ ধারণ করিয়ে লেখনীকে মনোমুগ্ধকর ও তৃপ্তিদায়ক করেছে, যা পাঠক-পাঠিকার অন্তরের অন্তঃস্থলে আনন্দই দেবে না শিক্ষামূলক এই তথ্যগুলি এবং ঘটনাপ্রবাহ পাঠক-পাঠিকাদের শ্রদ্ধাশীলতা সংযমশীলতা সততা শালীনতা সুসংস্কৃতি বৃদ্ধি করতে সহায়তা করবে। লেখক এইভাবেই সমাজ জেলা রাজ্য তথা দেশকে উন্নত করার প্রয়াস করেছেন যা তিনি লেখকের লিপিকায় বা প্রাক কথায় বলেছেন। এমন অনন্য স্বাদের উপন্যাসটি বঙ্গভূমিতে সমাদৃত হবে বলেই আমার বিশ্বাস। উল্লেখ্য লেখক ২০০৭ খ্রিস্টাব্দে কলকাতা বইমেলায় ওম গীতা মর্মার্থম (শ্রীমদ ভগবৎ গীতার পদ্যানুবাদ) গ্রন্থটি প্রকাশ করে অনেক সংস্থা থেকে সম্বর্ধিত ও প্রসংশিত হয়েছেন। প্রচার বিমূখ লেখক এখনো ফল্গু নদীর মতো সকলের অন্তরালে লিখেই চলেছেন তার বিভিন্ন লেখা। ইনি পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তরে (প: ব: সরকার) চাকরী করতেন। বর্তমানে লেখা বইপড়া আর সাহিত্য চর্চাই তার জীবন। আমরা চাই তার সাহিত্য সুলভ প্রতিভায় ভরা শিক্ষামূলক আরো গ্রন্থ প্রকাশ করে তিনি বঙ্গসাহিত্য ভান্ডারকে সমৃদ্ধ করুন।

নববর্ষে ভিড় উপচে পড়ল মদনমোহন মন্দিরে

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: বৈশাখের প্রথম দিনে মদনমোহন মন্দিরে উপচে পড়ল ভিড়। ১৫ এপ্রিল, মঙ্গলবার বাংলা নববর্ষ। প্রতিবারের মতো এবারও ওই দিনে প্রাণের ঠাকুর মদনমোহনের কাছে প্রার্থনা করেই নববর্ষের সূচনা করলেন কোচবিহারের বাসিন্দারা। এদিন সকাল থেকে ভিড় শুরু হয়। দেবোত্তর ট্রাস্ট বোর্ড সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন সকাল ৭.৩০টা নাগাদ মন্দিরের বারান্দায় নিয়ে আসা হয় মদনমোহনকে। এরপর সারাদিন বারান্দায় রাখা হয় প্রাণের ঠাকুরকে। ভিড়ের কথা মাথায় রেখে মন্দিরের সামনে পুরুষ এবং মহিলাদের জন্য আলাদা লাইনের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। বর্ষবরণ উপলক্ষ্যে গোটা মন্দির চত্বর ফুল-মালা দিয়ে সাজিয়ে তোলা হয়েছিল। মন্দিরের প্রধান পুরোহিত শিবকুমার চক্রবর্তী বলেন, ‘এদিন সকাল থেকেই মন্দিরে ভিড় ছিল। সন্ধ্যারতির সময় ভিড় আরও বেশি হয়। সারাদিন মন্দিরের বারান্দায় ছিলেন মদনমোহন। রাতে আবার তাঁকে গর্ভগৃহে নিয়ে যাওয়া হয়।’ এদিন নববর্ষ ঘিরে গোটা শহর জুড়েই উদ্মাদনা ছিল। সকাল থেকেই অনেক ক্লাব ও সংগঠনের পক্ষ থেকে শোভাযাত্রা বের করা হয়। ভিড় দেখা গিয়েছে নরেন্দ্রনারায়ণ পার্ক, রাজবাড়ি, সাগরদিঘির পাড়েও। শহরের রেস্তোরাঁগুলিতেও ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো।

বাংলা নববর্ষ ও পশ্চিমবঙ্গ দিবস উপলক্ষে দিনহাটায় অনুষ্ঠিত হয় মঙ্গল শোভাযাত্রা। এদিন সকালে দিনহাটা সংহতি ময়দান থেকে ওই শোভাযাত্রার সূচনা হয়। উপস্থিত ছিলেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহ। শোভাযাত্রা শহরের গুরুত্বপূর্ণ রাজপথগুলি পরিক্রমা করে। বাদ্যযন্ত্র, নৃত্য, আলপনা, গ্রামীণ শিল্প ও ঐতিহ্যবাহী সাজসজ্জায় শোভাযাত্রা হয়ে ওঠে নজরকাড়া। মন্ত্রী উদয়ন গুহ ছাড়াও শোভাযাত্রায় উপস্থিত ছিলেন দিনহাটা পৌরসভার চেয়ারম্যান অপর্ণা দে নন্দী, ভাইস চেয়ারম্যান সাবির সাহা চৌধুরী সহ অন্যান্য বিশিষ্টজনেরা।

ওষুধের দাম বৃদ্ধি নিয়ে আন্দোলনে চিকিৎসকরা

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: ওষুধের মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে বিক্ষোভ দেখাল প্রোগ্রেসিভ হেলথ অ্যাসোসিয়েশন। ৪ এপ্রিল, শুক্রবার কোচবিহার এমজেএন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের বহির্বিভাগে সামনে বিক্ষোভ দেখায় তারা। এদিন সেখানে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারি কর্মচারি ফেডারেশন কোচবিহার শাখার কার্যকরী সভাপতি দেবাশিষ রায়, চিকিৎসক অরিন্দম বুট। সংগঠনের দাবি, কেন্দ্রীয় সরকার যেভাবে জীবনদায়ী ওষুধের মূল্য বৃদ্ধি করেছে তাতে সাধারণ মানুষ সমস্যার মধ্যে পড়ে যাচ্ছেন। দাম বৃদ্ধি হওয়া ওই ওষুধের তালিকায় রক্তচাপ, বাত, জলাতঙ্কের ইমিউনোগ্লোবিন ম্যালেরিয়া, ক্যানসার, অ্যান্টিঅ্যালার্জিক, ব্যথানাশক, হৃদরোগ, স্নায়ুরোগ, ছত্রাকজনিত সংক্রমণ, ব্যাকটিরিয়াজনিত সংক্রমণ, গর্ভনিরোধক, যক্ষ্মার মতো ওষুধ রয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারি কর্মচারি ফেডারেশন কোচবিহার শাখার কার্যকরি সভাপতি প্রেসিডেন্ট দেবাশিষ রায় বলেন, “ডিপিসিও-র তালিকাভুক্ত ওষুধের দাম বছরে দশ শতাংশ পর্যন্ত করতে পারে প্রস্তুতকারী সংস্থা। তার উপরে আচমকাই কেন্দ্র আবার ১.৭৪ শতাংশ হারে দাম বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত কেন নিল তা বোধগম্য হচ্ছে না।” চিকিৎসক অরিন্দম বুট জানান, “যেসব ওষুধের দাম বাড়ানো হয়েছে সেগুলি এখন মানুষের জীবনে নিত্য প্রয়োজনীয় হয়ে গিয়েছে। কেন দাম বাড়ানো হল তার যুক্তিসঙ্গত কারণ অবশ্য জানানো হয়নি।”

প্রধানের অন্তরঙ্গ মুহূর্তের ছবি ঘিরে শোরগোল

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: রাজ্যের শাসক দলের এক প্রধানের স্বামীর ‘অন্তরঙ্গ মুহূর্তের’ ছবির পোস্টার করে বাজারের একাধিক জায়গায় সাটানো নিয়ে অভিযোগ উঠল। সম্প্রতি দিনহাটার চৌধুরীহাট তৃণমূল গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধানের স্বামীর এমন ছবির পোস্টার বাজারে ছড়িয়ে পড়ায় তোলপাড় শুরু হয়েছে। ওই প্রধান অবশ্য সরাসরি কিছু বলেননি। ঘনিষ্ঠ মহলে তিনি দাবি করেছেন, তাঁর বদনাম করার জন্যে কম্পিউটারে ছবি তৈরি করে তা সটিয়ে দেওয়া হয়েছে। তৃণমূলের দিনহাটা দুই নম্বর ব্লক সভাপতি দীপক ভট্টাচার্য বলেন, “আমরা বিষয়টি এখনো ভালোভাবে জানি না। তবে ঘটনার তদন্ত করে যদি সত্যতা প্রমাণিত হয়, দল যথোপযুক্ত ব্যবস্থা নেবে।” বিজেপির কোচবিহার জেলা সাধারণ সম্পাদক বিরাজ বসু বলেন, “তৃণমূল নেতারা এতদিন শিক্ষা, স্বাস্থ্য, চাকরি, বালি চুরি এগুলোর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলেও ইদানিং কালে তাদের চরিত্র যে একই রকম সেটাও বোঝা যাচ্ছে। শুধু চৌধুরীহাট অঞ্চলের প্রধানের স্বামীর ব্যক্তিগত মুহূর্তের ছবি বা ভিডিও নয়, এমন আরো অনেক তৃণমূল নেতার ব্যক্তিগত মুহূর্তের ছবি বা ভিডিও আস্তে আস্তে বের হবে।,”

নানা অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে কোচবিহারে উদযাপন হল নববর্ষ

ওয়াকফ আইনের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ মিছিল শীতলকুচিতে

নিজস্ব সংবাদদাতা, শীতলকুচি: ওয়াকফ সংশোধনী আইনের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ মিছিল করলো অল বেঙ্গল ইমাম মোয়াজ্জেন অ্যাসোসিয়েশন। ৯ এপ্রিল, বুধবার কোচবিহারের শীতলকুচি বাজারে ওই বিক্ষোভ সমাবেশ হয়। আন্দোলনকারীরা জানিয়েছেন, শীতলকুচি সুপার মার্কেট কমপ্লেক্সে জমায়েত করেন তারা। এরপরে শীতলকুচি ধানহাটি থেকে শীতলকুচি বিডিও অফিস পর্যন্ত বিক্ষোভ সমাবেশের মিছিল হয়। ওই মিছিলের নেতৃত্ব দেন অল বেঙ্গল ইমাম মোয়াজ্জেন অ্যাসোসিয়েশনের কোচবিহার জেলা সভাপতি মোহাম্মদ হাজি আবুল হোসেন মিয়া, শীতলকুচি ব্লক সম্পাদক জেন্নাত মিয়া। জেন্নাত মিয়া বলেন, “দাবি না মানা পর্যন্ত ধারাবাহিক আন্দোলন চলবে।”

গৃহবধূর দেহ উদ্ধার

নিজস্ব সংবাদদাতা, শীতলকুচি: এক গৃহবধূর অস্বাভাবিক মৃত্যু ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে শীতলকুচিতে। ৮ এপ্রিল, মঙ্গলবার ঘটনাটি ঘটে কোচবিহারের শীতলকুচি বাজার সংলগ্ন এলাকায়। ওই ঘটনার খবর দেওয়া হয় পুলিশকে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে শীতলকুচি থানার পুলিশ। পরে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয় মাথাভাঙ্গা হাসপাতালের মর্গে। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, এদিন সকালবেলা স্থানীয় কয়েকজন তার বাড়িতে গিয়ে দরজায় কড়া নাড়লেও ভেতর থেকে কোনও সাড়া-শব্দ পাননি। পরে শীতলকুচি থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে ওই গৃহবধূর দেহ উদ্ধার করে।

তৃণমূল পঞ্চায়েত সদস্যের বাড়িতেই তৈরি হচ্ছিল ব্রাউন সুগার, অভিযান পুলিশের

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: তৃণমূলের পঞ্চায়েত সদস্যর বাড়িতে কৃত্রিম ল্যাব বানিয়ে ব্রাউন সুগার তৈরির অভিযোগ উঠল। ৯ এপ্রিল, বুধবার গোপন সূত্রের ভিত্তিতে ভোরবেলা কোচবিহারের শীতলকুচি থানার পুলিশ ওই তৃণমূল পঞ্চায়েত পঞ্চায়েত সদস্যের বাড়িতে অভিযান চালায়। সেখান থেকে ৬ জনকে গ্রেফতার করা হয়। ধৃতদের মধ্যে মালদহের কালিয়াচক ও জয়গাঁর বাসিন্দাও রয়েছে। অভিযোগ, ওই ছয় যুবক পঞ্চায়েত সদস্যের বাড়িতে ব্রাউন সুগার তৈরির প্রচেষ্টা করছে। তাদের হাতেনাতে ধরে ফেলে পুলিশ প্রশাসন। পরবর্তীতে ওই পঞ্চায়েত সদস্যের বাড়িতে উপস্থিত হয় মাথাভাঙ্গা এসডিপিও সমরেন হালদার, শীতলকুচি জয়েন বিডিও সন্দীপন দাশগুপ্ত। পুলিশ জানিয়েছে, নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করে গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে শীতলকুচি থানার পুলিশ। তবে সংশ্লিষ্ট পঞ্চায়েত সদস্য জেসমিন বিবি এবং তার স্বামী তাইজুল মিয়াঁ পলাতক। যদিও পঞ্চায়েত সদস্যর বাড়িতে এধরনের ঘটনায় রাজনৈতিক তরজা উঠছে। কোচবিহার জেলার বিজেপির সহ-সভাপতি মনোজ ঘোষ বলেন, “সারা রাজ্যজুড়ে তৃণমূলের যত নেতা নেত্রী যারা প্রশাসনে আছে তারা সকলেই দুর্নীতিগ্রস্ত। পুলিশের মদতেই এসব চলছে। অপরাধীরা সক্রিয় হয়ে উঠেছে।” ফরওয়ার্ড ব্লকের পক্ষ থেকে আতিয়ার রহমান বলেন, “পঞ্চায়েত সদস্যর বাড়িতে এ ধরনের ঘটনা কখনোই কাম্য নয়। গোটা ঘটনার তদন্ত করুক পুলিশ।” তৃণমূলের কোচবিহার জেলা চেয়ারম্যান গিরীন্দ্রনাথ বর্মণ বলেন, “আইন আইনের পথে চলবে।”

ফের লোকালয়ে বাইসন, আতঙ্ক

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: ফের লোকালয়ে হানা দিল বাইসন। ৫ এপ্রিল, শনিবার বাইসনের আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে কোচবিহারের নিশিগঞ্জের মদনমোহন মন্দির সংলগ্ন এলাকায়। স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, এদিন সকালে বাইসনটি বাসিন্দাদের নজরে আসে। ধীরে ধীরে ভিড় বাড়তে থাকে এলাকায়। ওই ঘটনার খবর দেওয়া হয় নিশিগঞ্জ পুলিশ ফাঁড়িতে। খবর পেয়ে দেওয়া হয় বন দফতরেও। ঘন্টা খানের মধ্যে বন দফতরের একটি দল ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। ওই সময়ের মধ্যে বাইসনটি নিশিগঞ্জ দুই নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের ছিটকিবাড়ি গ্রামের ভুট্টা খেতে ঢুকে পড়ে। বেশ কয়েক ঘণ্টার চেষ্টায় ঘুমপাড়ানি গুলি ছুঁড়ে বাইসনটিকে কাবু করা হয়। সেখান থেকে গাড়িতে চাপিয়ে পাতলাখাওয়া রেঞ্জে নিয়ে যাওয়া হয়। সুস্থ হওয়ার পরে জঙ্গলে ছেড়ে দেওয়া হয় বাইসনটিকে। গত কয়েক দিনে পর পর বাইসন লোকালয়ে ঢুকে পড়ার ঘটনা সামনে এল। বন আধিকারিকদের ধারণা, বর্তমানে খরার কারণে জঙ্গলে ঘাস শুকিয়ে গিয়েছে। ফলে বাইসনের মতো তৃণভোজীদের খাদ্যের অভাব দেখা দিয়েছে। তাই তারা লোকালয়ে ঢুকে পড়ছে।

ডিওয়াইএফ আই থেকে তৃণমূলে যোগদান

নিজস্ব সংবাদদাতা, দিনহাটা: ডিওয়াইএফআই লোকাল কমিটির সভাপতি সহ আরও ২ কর্মীর তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান। দিনহাটা ২ নং ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি দীপক কুমার ভট্টাচার্যের উপস্থিতিতে বামনহাট লোকাল কমিটির ডিওয়াইএফআই সভাপতি ইব্রাহিম মিয়াঁ এবং তাঁর দুই সহযোগী সূর্য বর্মন ও সাদ্দাম হোসেন তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করেন। এই ঘটনাটি স্থানীয় রাজনৈতিক মহলে ব্যাপক চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছে। জানা যায়, ইব্রাহিম মিয়াঁ দীর্ঘদিন ধরে সিপিএমের সক্রিয় কর্মী ছিলেন এবং ছাত্রজীবন থেকেই রাজনীতিতে তাঁর হাতেখড়ি। তিনি বামনহাট এলাকায় ডিওয়াইএফআই-এর একজন পরিচিত মুখ ছিলেন। সূর্য বর্মন এবং সাদ্দাম হোসেনও দীর্ঘ দিন ধরে সিপিএমের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তাঁদের এই আকস্মিক দলত্যাগ সিপিএমের জন্য একটি বড় ধাক্কা হিসেবে মনে করা হচ্ছে। এই তিন কর্মীর দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনে তাঁরা বহু গুরুত্বপূর্ণ আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছিলেন এবং স্থানীয় স্তরে তাঁদের একটি শক্তিশালী কর্মীভিত্তি ছিল। তাঁদের দলত্যাগ সিপিএমের সাংগঠনিক কাঠামোতে উল্লেখযোগ্য প্রভাব ফেলবে বলে রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা মনে করছেন। যোগদান অনুষ্ঠানে তৃণমূল ব্লক সভাপতি দীপক কুমার ভট্টাচার্য বলেন, “তৃণমূলে যোগদান নতুন কিছু নয়, তবে আজ যাঁরা যোগদান করলেন, তাঁদের যোগদান সিপিএমের জন্য একটি বড় ক্ষতি। মমতা ব্যানার্জির উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে অনুপ্রাণিত হয়েই তাঁরা আজ তৃণমূলে যোগদান করেছেন।” তৃণমূলে যোগ দিয়ে ইব্রাহিম মিয়াঁ বলেন, “ছাত্রজীবন থেকে সিপিএমের সঙ্গে যুক্ত ছিলাম, কিন্তু রাজ্যের বর্তমান পরিস্থিতিতে মমতা ব্যানার্জির উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড এবং পুরনো কর্মীদের তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান আমাকে এই সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য করেছে। আমরা সকলে মিলে একসঙ্গে কাজ করতে চাই।” সূর্য বর্মন এবং সাদ্দাম হোসেনও একই সুরে মমতা ব্যানার্জির উন্নয়নের সঙ্গী হওয়ার ইচ্ছাপ্রকাশ করেন।

বিদ্যালয়ে চালু হলো ডিজিটাল অ্যাটেনডেন্স পরিষেবা

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: জেলার দিনহাটা মহকুমার নিগমনগর নিগামানন্দ সারস্বত বিদ্যালয়ে চালু হলো ডিজিটাল অ্যাটেনডেন্স পরিষেবা। সরকারি এই উচ্চ বিদ্যালয়ে প্রযুক্তির ব্যবহার এনে ছাত্র-ছাত্রীদের উপস্থিতি রেকর্ড রাখার নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়েছে। বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক অনির্বাণ নাগ জানিয়েছেন, “বিদ্যালয়ের দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকেই ইচ্ছা ছিল গ্রামীণ এই বিদ্যালয়ে শহরের বেসরকারি চকচকে বিদ্যালয়গুলোর মতো ডিজিটাল পদ্ধতিতে ছাত্র-ছাত্রীদের উপস্থিতি রেকর্ড করার। অবশেষে তা বাস্তবায়িত হলো। সত্যিই খুব ভালো লাগছে।” এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন বিদ্যালয়ের অভিভাবকগণ এবং স্থানীয় গ্রামবাসীরা। তাঁদের মতে, এই ডিজিটাল ব্যবস্থা ছাত্র-ছাত্রীদের উপস্থিতির হার বাড়াতে সহায়ক হবে এবং বিদ্যালয়ের সার্বিক শৃঙ্খলায় ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে।

কার্ডিওমেটাবলিক স্বাস্থ্য এবং ওজন ব্যবস্থাপনায় সহায়তা করবে অ্যালমন্ড

কলকাতা: নেতৃস্থানীয় স্বাস্থ্য ও পুষ্টি বিশেষজ্ঞদের একটি নতুন গবেষণাপত্র নিশ্চিত করেছে যে প্রতিদিন অ্যালমন্ড খাওয়ার ফলে কার্ডিওমেটাবলিক স্বাস্থ্য ভালো থাকে, যার মধ্যে রয়েছে হৃদরোগ, ওজন ব্যবস্থাপনা এবং অন্ত্রের স্বাস্থ্য রক্ষা। তারা জানিয়েছেন প্রতিদিন অ্যালমন্ড খাওয়ার ফলে এলডিএল-কোলেস্টেরল (৫.১ মিলিগ্রাম বা ~৫% গড় হ্রাস) এবং ডায়াস্টোলিক রক্তচাপ (০.১৭-১.৩ মিমিএইচজি হ্রাস) হ্রাস পেতে পারে।

প্রতিদিন কমপক্ষে ৫০ গ্রাম (১.৮ আউন্স) অ্যালমন্ড খাওয়ার ফলে ওজন সামান্য হ্রাস পেতে পারে। অ্যালমন্ড ওজন বৃদ্ধি করে না। নিয়মিত অ্যালমন্ড খাওয়ার ফলে অন্ত্রের মাইক্রোবায়োম ভালো থাকে, যা অন্ত্রে গুড ব্যাকটেরিয়ার বৃদ্ধিকে উৎসাহিত করে।

অ্যালমন্ড খাওয়া প্রি-ডায়াবেটিসে আক্রান্ত এশিয়ান ভারতীয়দের রক্তে গ্লুকোজ এবং HbA1C কমাতে সাহায্য করতে পারে।গবেষণাপত্রের সহ-লেখক ডঃ অ্যাডাম ড্রেনোস্কি বলেছেন, অ্যালমন্ড একটি শক্তিশালী পুষ্টির প্যাকেজ এবং বিশ্বের সবচেয়ে বেশি গবেষণা করা খাবারের মধ্যে একটি।

ন্যাশনাল ডায়াবেটিস, ওবেসিটি অ্যান্ড কোলেস্টেরল ফাউন্ডেশনের ডঃ সীমা গুলাটি জানান অ্যালমন্ড এশীয় ভারতীয়দের মধ্যে এলডিএল কোলেস্টেরল, রক্তে গ্লুকোজ এবং HbA1C-এর পরিমাণ কমাতে সাহায্য করে। গবেষণাপত্রে উল্লেখ করা হয়েছে এক আউন্স (২৮ গ্রাম) অ্যালমন্ডে ৬ গ্রাম প্রোটিন, ৪ গ্রাম ফাইবার, ১৩ গ্রাম অসম্পৃক্ত চর্বি এবং ম্যাগনেসিয়াম, পটাসিয়াম এবং ভিটামিন ই এর মতো প্রয়োজনীয় পুষ্টি রয়েছে।

কেএফসি ইন্ডিয়া এবং ক্যারি মিনাটির লেটেস্ট কাল্টের সাথে তৈরী অল-নিউ সসি পপকর্ন

KFC
NEW
SAUCY POPCORN
x
CarryMinati
WITH NASHVILLE SAUCE
₹199 ON DINE IN
LIMITED TIME ONLY

শিলিগুড়ি: এই প্রথম কেএফসি, ভারতের সেরা GenZ ইউটিউবার ক্যারি মিনাটি (অজয় নগর নামেও পরিচিত) -এর সাথে যৌথভাবে একটি নতুন মেনু অফার করেছে। তারা একসাথে সম্পূর্ণ নতুন ফিঙ্গার লিকিং এবং সুস্বাদু সসি পপকর্ন প্রস্তুত করেছে। ৬৭ মিলিয়ন ফলোয়ারের সাথে GenZ আইকন ক্যারিমিনাটি, কেএফসির চা এবং সসের অফারগুলিতে তার ট্রেডমার্ক সসিনিটি এবং নিজস্ব স্বাদের পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন। প্রথমবারের মতো এটি একজন জেনজেড আইকনের সাথে কেএফসি রান্নাঘরে প্রবেশ করেছে। এটি বিশেষত ইন্টারনেট প্রজন্মের গেমারদের জন্য ডিজাইন করা একটি ব্রেকফাস্ট, যা ঝাল, মুচমুচে স্বাদের সাথে একটি সোজাসাপ্টা এপিক। কেএফসি X ক্যারিমিনাটি সসি পপকর্ন চিকেন লাভার্সদের প্রিয় কামড়ের আকারের চিকেন পপকর্নের সাথে ক্যারির সসি পার্সোনালিটির মিশ্রণ ঘটিয়েছে। এর ঝাল এবং টক ন্যাশভিল সসের সাথে আইকনিক স্বাদ আরোও বেড়ে উঠেছে, যা এটিকে ফিঙ্গার লিকিং যোগ্য করে তুলেছে। সসি পপকর্ন তাদের প্রথম ফুটস্টেপ হিসেবে ইউটিউবারকে নিয়ে একটি সীমিত সংস্করণের প্যাকেজিং চালু করেছে। ক্যারিমিনাটির স্পর্কের ধারণায় তৈরী এই খাওয়ারটি গেমারদের জন্য আদর্শ, যাতে তারা বিরতি ছাড়াই হাত এলোমেলো না করে তাদের প্রিয় পপকর্নটি উপভোগ করতে পারে। এখন ভারতে, এই কেএফসি X ক্যারি মিনাটি সসি পপকর্ন সীমিত সময়ের জন্য মাত্র ১৯৯ টাকায় পাওয়া যাচ্ছে। পপকর্নটি ১২০০+ কেএফসি রেস্তোরাঁয় ডাইন-ইন এবং টেক-অ্যাওয়ের জন্য কেএফসি অ্যাপ, ওয়েবসাইট এবং অগ্রণী খাদ্য বিতরণ অ্যাপের মাধ্যমে পাওয়া যাচ্ছে। এই অফারটি কেএফসি এবং ক্যারি মিনাটি উভয় ভক্তদের জন্যই উপলব্ধ।

ট্রুকের গেমিং সিরিজে নতুন সংস্করণ বাডস ক্রিস্টাল ডাইনো

কলকাতা: ট্রুক (Truke), অন্যতম প্রযুক্তি সহ ভারতের একটি দ্রুত বর্ধনশীল অডিও ব্র্যান্ড, সম্প্রতি ভারতীয় বাজারে তাদের গেমিং সিরিজের লেটেস্ট সংস্করণ "বাডস ক্রিস্টাল ডাইনো" লঞ্চ করেছে। এতে রয়েছে মসৃণ চার্জিং কেস, প্রিমিয়াম চামড়ার ফিনিশ সহ স্থায়িত্ব এবং মার্জিততার সমন্বয়ে একটি ফ্যাশনেবল এবং কার্যকর চার্জিং এবং স্টোরেজ বিকল্প অফার করে।

এই নতুন বাডস ক্রিস্টাল ডাইনো ২১ এপ্রিল Amazon.in, Flipkart এবং Truke.in-এ কেনা যাবে, যার দাম সাধারণত ১,০৯৯ টাকা, তবে প্রাথমিক গ্রাহকরা একটি বিশেষ বিক্রয় মূল্যে এটি মাত্র ৭৯৯ টাকায় পেতে পারেন। এই অফারটি কেবল দুই ঘন্টার জন্য উপলব্ধ, যার পরে দাম হবে ৯৯৯ টাকা।

এটি তিনটি আকর্ষণীয় রঙে পাওয়া যাচ্ছে- রেভেন ব্ল্যাক, ওক ব্রাউন এবং আর্কটিক ব্লু। পণ্যটি গর্বের সাথে "মেড ইন ইন্ডিয়া" কারুশিল্প প্রদর্শন করে, যা গুণমানের উপর জোর দিয়ে দেশের প্রযুক্তিগত উৎপাদনকে উৎসাহিত করে।

লঞ্চ সম্পর্কে ট্রুকের প্রতিষ্ঠাতা এবং সিইও পঙ্কজ উপাধ্যায় বলেন, "ক্রমাগত গেমিং ব্যবসা দ্বিগুণ বৃদ্ধি পেলেও, ভারতের দ্বিতীয় এবং তৃতীয় স্তরের শহরগুলিতে এখনও অনেক গেমার প্রিমিয়াম গেমিং সরঞ্জামের অ্যাক্সেস পাচ্ছেন না। আমাদের এই নতুন বাডস ক্রিস্টাল ডাইনো, তরুণ গেমারদের চাহিদার সাথে মানানসই যা বাজেট-ফ্রেন্ডলি অডিও সমাধান অফার করে। আমরা নিশ্চিত যে এই লঞ্চের মাধ্যমে, আমরা দেশের গেমারদের সাশ্রয়ী মূল্যে পারফরম্যান্স-ভিত্তিক পণ্য দিয়ে তাদের চাহিদা পূরণ করতে পারব।" বাডস ক্রিস্টাল ডাইনো হল ব্লুটুথ ৫.৪ প্রযুক্তি সহ একটি উচ্চ-বিশ্বস্ত অডিও ডিভাইস, এতে হাইফাই সাউন্ডের জন্য ১৩ মিমি টাইটানিয়াম ড্রাইভার রয়েছে, যা একটি সমৃদ্ধ অভিজ্ঞতা প্রদান করে। পাশাপাশি, এটি দ্রুত পাওয়ার চার্জিং সহ অতি-বর্ধিত ৭০-ঘন্টা প্লেব্যাক, অতি-নিম্ন ৪০ মিমি ল্যাটেন্সি গেমিং মোড এবং দ্রুত এবং ঝামেলা-মুক্ত চার্জিংয়ের জন্য একটি ইউএসবি টাইপ-সি চার্জিং পোর্ট অফার করে। ১২ মাসের ওয়ারেন্টি এবং ভারত জুড়ে ৩৫০ টিরও বেশি পরিষেবা সুবিধার একটি শক্তিশালী নেটওয়ার্ক সহ, ইয়ারবাডগুলি একটি মসৃণ এবং সহজ ক্রয়-পরবর্তী অভিজ্ঞতা নিশ্চিত করে।

পশ্চিমবঙ্গের স্থানীয় বিক্রেতাদের ক্ষমতায়য়িত করে, তাদের কর্মসংস্থান বাড়াচ্ছে ফ্লিপকার্ট

শিলিগুড়ি: ই-কমার্স গ্রহণ, কর্মসংস্থান উন্নয়ন এবং বিক্রেতা ক্ষমতায়নের জন্য ভারতের শীর্ষ কেন্দ্রগুলির মধ্যে একটি হল পশ্চিমবঙ্গ, যা তার সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের জন্য একটি সমৃদ্ধ রাজ্য। এই পরিবর্তনে নেতৃত্ব দিচ্ছে ভারতের নিজস্ব ই-কমার্স প্ল্যাটফর্ম, ফ্লিপকার্ট, যা ৪.২ লক্ষেরও বেশি বিক্রেতাকে সাহায্য করে কর্মসংস্থান তৈরি করেছে এবং রাজ্যজুড়ে টেকসই প্রবৃদ্ধিকে উৎসাহিত করেছে। কোম্পানির উদ্যোগগুলিকে এই রাজ্যের স্থানীয় কোম্পানি, কারিগর এবং এমএসএমই ব্যাপকভাবে সহায়তা করেছে। গতবছরের তুলনায় রাজ্যে বিক্রেতাদের তালিকা ১৫০% বৃদ্ধি পেয়েছে এবং বিক্রেতাদের অনবোর্ডিংয়ে ৭০% বৃদ্ধি পেয়েছে, যা প্ল্যাটফর্মের অবদানকে তুলে ধরে। এমনকি, ফ্লিপকার্ট এমএসএমই, সংখ্যালঘু বিভাগের সাথে অংশীদারিত্ব করে, ক্ষুদ্র ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের ই-কমার্স এবং জীবিকা নির্বাহের জন্য পণ্য তালিকাভুক্তির সুবিধা সম্পর্কে শিক্ষিত, অভিমুখী, প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য কর্মশালা পরিচালনা করেছে। পশ্চিমবঙ্গে ফ্লিপকার্টের প্রায় ৪.১ মিলিয়ন বর্গফুটেরও বেশি পরিকাঠামো রয়েছে, যা এই অঞ্চলে একটি শক্তিশালী উপস্থিতির প্রতিফলন। এমনকি, কোম্পানির বিশাল নেটওয়ার্কে ৬৯টি মেট্রোপলিটন লজিস্টিক হাব এবং ২৫টি শেষ-মাইল হাব রয়েছে, যা সমগ্র অঞ্চল জুড়ে বিক্রেতা এবং ক্রেতা উভয়ের জন্যই নির্বিঘ্নে কার্যক্রম নিশ্চিত করে। ই-কমার্সের শক্তির সম্পর্কে, পশ্চিমবঙ্গের নদীয়া জেলার দত্ত শাড়ি ঘরের মালিক বিটু দত্ত জানান, "ফ্লিপকার্ট আমাকে সহজেই ই-কমার্স জগতে প্রবেশ করতে সাহায্য করেছে। এর মাধ্যমে আমি আমার ব্যবসা সম্প্রসারণ করে ৩০০টি উচ্চ-কার্যক্ষম তালিকা যোগ করেছি এবং আমাদের এলাকার ইতিহাসকে তুলে ধরতে পেরেছি। ফ্লিপকার্ট আমার ২৫ জন তাঁতির জন্য প্রাচীন কারুশিল্প সংরক্ষণের দ্বারা আয়ের একটি সমৃদ্ধ উৎসে রূপান্তর করেছে।" অন্যদিকে, কর্মসূচির আরেকটি ব্যতিক্রমী উদাহরণ হলেন বারাসতের ব্যবসায়ী কোমল প্রসাদ পাল। যিনি ভয়াবহ একটি দুর্ঘটনার কারণে তার ডান হাতটি হারান, ফলে আবারও নিজেকে তৈরী করতে ফ্লিপকার্ট সমর্থের আশ্রয় নেন। এই প্ল্যাটফর্মের সাথে জড়িত হওয়ার পরে তার পণ্যের বিক্রি ১০০% এরও বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে, যার ফলে তিনি আরও কর্মী নিয়োগ করতে পারছেন। ফ্লিপকার্ট, ২০১৯ সাল থেকে তার সমর্থ প্রোগ্রামের মাধ্যমে কৃষক, তাঁতি, শিল্পী এবং ব্যবসায়ীদের ক্ষমতায়ন করে আসছে। দক্ষতা, স্থায়িত্ব এবং বিক্রেতার ক্ষমতায়নের উপর ফ্লিপকার্টের ব্যাপক মনোযোগের ফলে পশ্চিমবঙ্গ ক্রমাগত একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং ডিজিটাল প্রবৃদ্ধির কেন্দ্রস্থলে পরিণত হয়েছে।

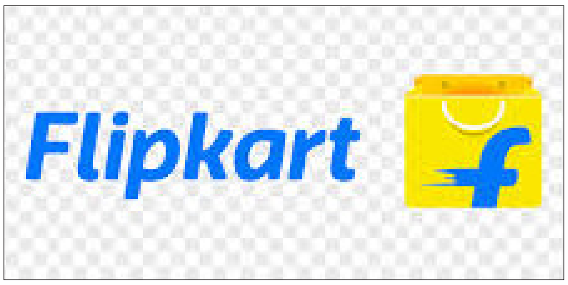

অ্যামাজন ইন্ডিয়ার আশ্রয় কেন্দ্রের সম্প্রসারণ

শিলিগুড়ি: অ্যামাজন ইন্ডিয়া আজ ঘোষণা করেছে যে ২০২৫ সালের মধ্যে তারা ভারতজুড়ে তাদের আশ্রয় কেন্দ্রের নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ করবে। আশ্রয় কেন্দ্রগুলি হল ই-কমার্স এবং লজিস্টিক ইকোসিস্টেম জুড়ে ডেলিভারি সহযোগীদের বিশ্রামস্থল যা শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত আসন, পরিষ্কার পানীয় জল, ইলেক্ট্রোলাইট, মোবাইল চার্জিং পয়েন্ট, ওয়াশরুম, প্রাথমিক চিকিৎসার কিট এবং রিফ্রেশমেন্টের সুবিধা দেবে। এই প্রচেষ্টাটি একটি শিল্প-প্রথম উদ্যোগ যা ডেলিভারি সহযোগী এবং লজিস্টিক অংশীদারদের বিশ্রাম দিতে ডিজাইন করা হয়েছে। পেট্রোল পাম্প এবং বাণিজ্যিক জায়গায় অবস্থিত, এই কেন্দ্রগুলি সারা বছর সপ্তাহের ৭ দিন সকাল ৯টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত ডেলিভারি সহযোগীরা ৩০ মিনিটের জন্য বিনামূল্যে অ্যাক্সেস করতে পারবেন।যেকোনও সময় ১৫ জন পর্যন্ত থাকার ব্যবস্থা সহ, সুবিধাজনক পার্কিং স্পেসও থাকছে।

অ্যামাজনের ভারত ও অস্ট্রেলিয়ার অপারেশনস বিভাগের ভাইস প্রেসিডেন্ট অভিনব সিং বলেন, "ডেলিভারি অ্যাসোসিয়েটদের স্বাস্থ্য, সুস্থতা এবং আরাম আমাদের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার। আশ্রয় কেন্দ্রগুলি বিশুদ্ধ পানীয় জল, প্রাথমিক চিকিৎসা এবং চার্জিং পয়েন্টের মতো প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা সহ শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত বিশ্রামের জায়গা দেবে। এই সুবিধাগুলি ডেলিভারি অ্যাসোসিয়েটদের তাদের ব্যস্ত সময়সূচীর মধ্যেও আরামদায়ক এবং নিরাপদে থাকতে সাহায্য করবে। আমরা ভারত জুড়ে এই ধরনের ১০০টি কেন্দ্র তৈরি করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।"

অ্যালাইফে পশ্চিমবঙ্গের বাজারে নিয়ে এসেছে নতুন গন্ধরাজ-নিম সাবান

মালদা/মুর্শিদাবাদ: এডব্লিউএল অ্যাগ্রি বিজনেস লিমিটেড পশ্চিমবঙ্গে তাদের পার্সোনাল কেয়ার পণ্যের তালিকায় যোগ করল নতুন 'অ্যালাইফ গন্ধরাজ ও নিম সাবান'। প্রাকৃতিক উপাদানে তৈরি এই সাবান গন্ধরাজ লেবুর সতেজতা ও নিমের জীবাণুনাশক গুণের সমন্বয়ে ত্বকের যত্নে এক নতুন অভিজ্ঞতা এনে দেবে। উল্লেখ্য, আদানি উইলমার লিমিটেড-এর নতুন নাম এডব্লিউএল অ্যাগ্রি বিজনেস লিমিটেড। বাজার ধরতে অ্যালাইফ চালু করেছে বিস্তৃত বিজ্ঞাপন প্রচার - টিভি, ডিজিটাল মাধ্যম, প্রেক্ষাগৃহ ও মাঠপর্যায়ে। এই নতুন সাবান এখন রাজ্যের বিভিন্ন খুচরো দোকান ও অনলাইন প্ল্যাটফর্মে উপলব্ধ। সংস্থার বক্তব্য, এই পণ্য রাজ্যের ঐতিহ্য ও উপভোক্তাদের চাহিদা অনুযায়ী বিশেষভাবে নির্মিত।

রেমিডিয়াম লাইফকেয়ার সম্প্রসারণের জন্য ₹49.19 কোটি টাকার রাইটস ইস্যু ঘোষণা করেছে

কলকাতা: রিমিডিয়াম লাইফকেয়ার লিমিটেড (BSE: 539561), একটি দ্রুত বর্ধনশীল ফার্মাসিউটিক্যাল ইন্টারমিডিয়েটস এবং স্পেশালিটি কেমিক্যাল প্রস্তুতকারক, আনন্দের সাথে ঘোষণা করছে যে এটি তাদের প্রস্তাবিত রাইটস ইস্যুর জন্য বোম্বে স্টক এক্সচেঞ্জ (BSE) থেকে অনুমোদন পেয়েছে।

অনুমোদনটি কোম্পানির বিদ্যমান শেয়ারহোল্ডারদের কাছ থেকে উন্নয়নমূলক মূলধন আকৃষ্ট করার পথ প্রশস্ত করে, তার আর্থিক ভিত্তিকে আরও শক্তিশালী করে এবং উৎপাদন সম্প্রসারণ, পণ্য উন্নয়ন এবং বৈশ্বিক বাজারে প্রবেশন সহ তার কৌশলগত উদ্যোগগুলিকে সমর্থন করে। রেমিডিয়াম লাইফকেয়ার লিমিটেডের পূর্ণকালীন পরিচালক আদর্শ মুঞ্জাল বলেন, “বিএসইর এই অনুমোদন আমাদের যাত্রায় একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক। আমরা দায়িত্বশীল এবং টেকসইভাবে আমাদের কার্যক্রম বৃদ্ধির সাথে সাথে শেয়ারহোল্ডারদের মূল্য বৃদ্ধিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।” রাইটস ইস্যু এমন এক সময়ে এসেছে যখন রিমিডিয়াম লাইফকেয়ার আন্তর্জাতিক বাজারে শক্তিশালী আকর্ষণ পাচ্ছে। 2025 সালের ফেব্রুয়ারিতে, কোম্পানিটি যুক্তরাজ্যের শীর্ষস্থানীয় ফার্মাসিউটিক্যাল বিতরণকারী সংস্থার সাথে ₹182.7 কোটি টাকার একটি বহু বছরের রফতানি চুক্তি লাভ করেছে। কোম্পানিটি অ্যান্টি-ইনফেকটিভস, কার্ডিওভাসকুলার, সিএনএস এবং অনকোলজির সমর্থক ওষুধের মতো মূল থেরাপিউটিক সেগমেন্টে বাড়ন্ত বৈশ্বিক চাহিদার সুফল তুলতে ভাল অবস্থানে রয়েছে।

খড়গপুরের ওটি রোডে নতুন পিডব্লিউ বিদ্যাপীঠ সেন্টার

খড়গপুর: ফিজিক্সওয়াল্লাহ (পিডব্লিউ) পশ্চিমবঙ্গে প্রথম তার টেক-এনাবেলড অফলাইন বিদ্যাপীঠ সেন্টার শুরু করল খড়গপুরে। পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য শহরগুলিতেও পিডব্লিউ-এর সেন্টার রয়েছে। এই শিক্ষাকেন্দ্রগুলি একটি টেক এনাবেলড শিক্ষার পরিবেশ দেয়।নতুন পিডব্লিউ বিদ্যাপীঠটি খড়গপুরের ওটি রোডে অবস্থিত খড়গপুর কলেজের বিপরীতে অটোয়াল বিল্ডিং-এর পঞ্চম ও ষষ্ঠ তলায় অবস্থিত। এখানে অভিজ্ঞ শিক্ষকরা ছাত্রদের ক্লাস নেবেন। এই কেন্দ্রগুলি জেইই / নীট ইত্যাদি পরীক্ষায় বসার জন্য জন্য ছাত্রদের প্রস্তুত করে। এছাড়া অলিম্পিয়াডের মতো স্কোলাস্টিক পরীক্ষার দিকেও নজর রাখে। তারা প্রিরেকর্ডেড লেকচার, বই, ম্যাটেরিয়াল, পিওয়াইকিউ সলভ, অফলাইন ডাউট ক্লিয়ারিং ইত্যাদি সুবিধা দেয়। শিক্ষার্থীদের সাফল্যের জন্য স্টুডেন্ট সাকসেস টিম (এসএসটি) এবং তাদের আপডেট জানাতে একটি অভিভাবক-শিক্ষক ড্যাশবোর্ড সিস্টেমও তৈরি করেছে।

অঙ্কিত গুপ্তা, ফিজিক্সওয়াল্লাহ-র সিইও বলেন, “পিডব্লিউ-তে আমরা শিক্ষার্থীদের অভিজ্ঞতাকে আরও ভালো করার জন্য প্রতিনিয়ত নতুন উপায় খুঁজে বের করার চেষ্টা করি। খড়গপুরে আমাদের পিডব্লিউ বিদ্যাপীঠ সেন্টার খোলার মাধ্যমে, আমরা দেশে আরও এডুকেশন হাব তৈরির লক্ষ্য রাখি।”

পিডব্লিউস্যাট-এর রেজিস্ট্রেশন খোলা আছে, যা ছাত্রদের অফলাইন কোর্সের জন্য স্কলারশিপ দিয়ে থাকে। পরীক্ষাটি অফলাইন এবং অনলাইন মোডে পরিচালিত হবে এবং সপ্তম থেকে দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষার্থী ছাড়াও নীট ও জেইই অ্যাসপির্যান্টসরা এই পরীক্ষায় বসার সুযোগ পাবে।

আধুনিকতার ছোঁয়ায় তৈরী টয়োটার নতুন আরবান ক্রুজার টাইসর

শিলিগুড়ি: টয়োটা আরবান ক্রুজার টাইসর একেবারে একটি নতুন গতিশীল এসইউভি যা স্টাইল, উন্নত বৈশিষ্ট্য এবং কার্যক্ষমতা মিশ্রণ। যেসব গ্রাহকরা মর্যাদা এবং ব্যবহারিকতার উভয়ই সন্ধান করছেন তাদের জন্য এটি একটি আদর্শ পছন্দ হয়ে উঠবে বলে আশা করা হচ্ছে। গাড়িটিতে ১.০ লিটার টার্বো, ১.২ লিটার পেট্রোল এবং ই-সিএনজি পাওয়ারট্রেন বিকল্প রয়েছে, যার প্রতিটির নিজস্ব অনন্য বৈশিষ্ট্য রয়েছে। এটি একটি অনন্য ড্রাইভিং অভিজ্ঞতা প্রদান করে, যার মধ্যে আছে ৫-স্পিড ম্যানুয়াল এবং ৬-স্পিড অটোমেটিক ট্রান্সমিশন। এর জ্বালানি দক্ষতা ম্যানুয়ালের জন্য ২১.৫* কিমি/লিটার থেকে শুরু করে অটোমেটিকের জন্য ২০.০* কিমি/লিটার পর্যন্ত। টাইসর এক্সটেরিওর অ্যারোডাইনামিক ডিজাইনে তৈরী। অতিরিক্ত সুরক্ষার জন্য টাইসরে বডি ক্ল্যাডিং, একটি হাই মাউন্ট স্টপ ল্যাম্প এবং ইউভি কাট গ্লাসও রয়েছে। অন্যদিকে, এর প্রিমিয়াম ইন্টেরিয়রে কেবিন আরামের সুবিধা রয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে ডুয়াল-টোন ড্যাশবোর্ড, ফ্যাব্রিক সিট, চামড়ায় মোড়ানো স্টিয়ারিং হুইল, বৈদ্যুতিক পাওয়ার স্টিয়ারিং সহ অটোমেটিক ক্লাইমেট নিয়ন্ত্রণের সুবিধা। টয়োটা আরবান ক্রুজার টাইসর সম্পূর্ণভাবে আধুনিকতার ছোঁয়ায় তৈরী, যার মধ্যে রয়েছে ওয়্যারলেস চার্জার, প্যাডেল শিফটার, ক্রুজ কন্ট্রোল, চাবিহীন এন্ট্রি, স্মার্ট ইঞ্জিন পুশ-স্টার্ট/স্টপ সিস্টেম এবং স্টিয়ারিং হুইল-মাউন্টেড কন্ট্রোলের মতো বৈশিষ্ট্য। এমনকি গাড়িটিতে ওভার দ্য এয়ার (OTA) আপডেটের সুবিধাও রয়েছে। ৬টি এয়ারব্যাগ এবং একটি রিয়ার ডিফগারের মতো উন্নত সুরক্ষার সাথে গাড়িটি একেবারে অদ্বিতীয়, যার আধুনিক স্টাইল এবং প্রযুক্তি গাড়িটিকে এসইউভি বিভাগে টয়োটার উপস্থিতিকে আরও শক্তিশালী করে তুলেছে।

টিডি এবং টেট্রা প্যাক-এর অংশীদারিত্বে উপকৃত হবে পরিবেশ

শিলিগুড়ি: দার্জিলিং জেলায় পানীয়ের কার্টনের জন্য কাঠামোগত পুনর্ব্যবহার পদ্ধতি অফার করতে টিডি পারমাকালচার ফাউন্ডেশন এবং টেট্রা প্যাক অংশীদারিত্ব করেছে, যা বর্জ্য কর্মীদের আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি, প্রশিক্ষণ এবং স্বাস্থ্যসেবা সহায়তার মাধ্যমে শক্তিশালী করে তুলবে। শূন্য-বর্জ্য সমাধানের জন্য পরিবেশবাদী সংস্থা টিডি, ব্যবহৃত পানীয়ের কার্টনের জন্য একটি বিকেন্দ্রীভূত সংগ্রহ এবং পুনর্ব্যবহার ব্যবস্থা স্থাপনের জন্য টেট্রা প্যাকের সাথে অংশীদারিত্ব করেছে। এই উদ্যোগের ফলে নাগরিকদের অংশগ্রহণ এবং বর্জ্য কর্মীদের একটি অন-গ্রাউন্ড নেটওয়ার্ক জড়িত থাকবে, যা সংগৃহীত কার্টনগুলি পুনর্ব্যবহারের জন্য উত্তরাখণ্ডের খাতেমাফাইবার্সে পাঠানো হবে। এর অংশ হিসেবে, টিয়েদি বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় বর্জ্য কর্মীদের আনুষ্ঠানিকভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে, প্রশিক্ষণ প্রদান, জীবিকা নির্বাহে সহায়তা, স্বাস্থ্য কার্ড এবং একটি কাঠামোগত পুনর্ব্যবহারযোগ্য নেটওয়ার্কে প্রবেশাধিকার প্রদানের জন্য তাদের সাথে সহযোগিতা করছে। এছাড়াও, সোনাদা ডিগ্রি কলেজের তরুণরা এই উদ্যোগে সাহায্য করতে বর্জ্য সংগ্রহকারীদের তথ্য সংগ্রহ করবে। মূলত ৭০% পেপারবোর্ড দিয়ে তৈরি অ্যাসেপটিক পানীয়ের কার্টনগুলি পুনর্ব্যবহারযোগ্য এবং সেকেন্ডারি প্যাকেজিং, ই-কমার্স প্যাকেজিং, স্টেশনারি, পলি-অ্যালুমিনিয়াম প্যানেল থেকে তৈরি ছাদের শীট, কম্পোজিট শীট এবং আসবাবপত্রের মতো বিভিন্ন শিল্পে ব্যবহার করা যেতে পারে। এই প্রসঙ্গে, টিডির প্রতিষ্ঠাতা উতসো প্রধান আরও বলেন, “পাহাড়ে বর্জ্যের সঠিক ব্যবস্থাপনার নিশ্চিত করতে টেট্রা প্যাক ইন্ডিয়ার সাথে এই অংশীদারিত্ব করতে পেরে আমরা আনন্দিত। এই সহযোগিতার লক্ষ্য হল বাল্ক উৎপাদক এবং স্থানীয় পর্যায়ের সংগঠনগুলির মধ্যে একটি সমন্বয় তৈরি করা, যা ভারতের জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষেত্রে উপেক্ষিত বর্জ্য সংগ্রহকারীদের (কাবাডিওয়ালা) কাজের স্বীকৃতি দেওয়া। এই প্রকল্পের জন্য টেট্রা প্যাক ইন্ডিয়ার সমর্থন সত্যিই প্রশংসনীয়।” অন্যদিকে, টেট্রা প্যাক সাউথ এশিয়ার সাসটেইনেবিলিটি ডিরেক্টর জুহি গুপ্তা বলেন, “এই অংশীদারিত্বটি একই মানসিকতার অংশীদারদের একত্রিত করে একটি চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে পরিবেশ রূপান্তরিত করার এক দুর্দান্ত উদাহরণ। আমরা এই উদ্যোগে টিডি-এর সাথে অংশীদারিত্ব করতে পেরে খুবই আনন্দিত, যা আশেপাশের জায়গাকে পরিষ্কার রাখার জন্য কাজ করার ক্ষেত্রে পরিবেশ এবং মানুষ উভয়কেই উপকৃত করবে।”

উদ্ভাবনের খাতিরে ইনোউইন ডে চালু করল ম্যারিকো ইনোভেশন ফাউন্ডেশন

কলকাতা: ম্যারিকো ইনোভেশন ফাউন্ডেশন (MIF) ইনোউইন ডে চালু করেছে, যা উদ্ভাবক, মার্কেট অ্যাক্সেস এবং বিশেষজ্ঞদের সংযুক্ত করে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ক্লিনটেক, কৃষি-প্রযুক্তি এবং সার্কুলার ইকোনমি ক্ষেত্র থেকে ২৪ জন উদ্ভাবক একত্রিত হয়েছিলেন। ইনোউইন ডে-এর লক্ষ্য ছিল বিনিয়োগকারী, অনুদানকারী এবং প্রাতিষ্ঠানিক গ্রাহক সহ উদ্ভাবক এবং স্টেকহোল্ডারদের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ সংযোগ স্থাপন করা। অনুষ্ঠানে ম্যারিকো লিমিটেডের চেয়ারম্যান এবং ম্যারিকো ইনোভেশন ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠাতা হর্ষ মারিওয়ালা, এসফোরএস টেকনোলজিসের সিইও বৈভব টিডকে এবং অ্যাটমবার্গ টেকনোলজিসের সিবিও অরিন্দম পলের সঙ্গে এক “স্কেলিং স্ট্র্যাটেজি” বিষয়ে প্যানেল ডিসকাশন হয়।হর্ষ মারিওয়ালা স্টার্টআপ বৃদ্ধির জন্য সহযোগিতার গুরুত্বের উপর জোর দিয়ে বলেন, “সহযোগিতার মাধ্যমে উদ্ভাবন সমৃদ্ধ হয় এবং ইনোউইন ডে এটিকে লালন করার প্রচেষ্টা করে।” ম্যারিকো ইনোভেশন ফাউন্ডেশনের প্রধান সুরঞ্জনা ঘোষ আরও বলেন, “ইনোউইন ডে নিশ্চিত করে যে আমরা আমাদের উদ্ভাবকদের কাছে সঠিক সম্পদ - মূলধন এবং গ্রাহক পৌঁছে দিচ্ছি।” ইতিমধ্যেই ইনোউইন ডে উদ্ভাবকদের বেদান্ত, কোলগেট-পামোলিভ, রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজ, আইটিসি, জেএসডব্লিউ ভেঞ্চারস এবং ইন্ডিয়া ক্লাইমেট কোলাবোরেটিভের মতো শীর্ষস্থানীয় বিনিয়োগকারী এবং কর্পোরেট অংশীদারদের সঙ্গে সংযুক্ত করেছে।

ভারতে একেবারে দুটি নতুন গাড়ি লঞ্চ করতে চলেছে নিসান

গুয়াহাটি: নিসান মোটর ইন্ডিয়া, তাদের লাইনআপে সম্প্রতি একটি নতুন ৭-সিটার বি-এমপিভি চালু করেছে, যা গ্রাহকদের আকাঙ্ক্ষা পূরণের দিকে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। জাপানের ইয়োকোহামায় গ্লোবাল প্রোডাক্ট শোকেস ইভেন্টে কোম্পানিটি দুটি নতুন পণ্য প্রদর্শন করেছে, যার লক্ষ্য বি-এসইউভি বিভাগে বিদ্যমান শেয়ারের পাশাপাশি বি-এমপিভি এবং সি-এসইউভির মতো ক্রমবর্ধমান সেগমেন্টগুলিতে পণ্য সরবরাহ করা। নিসান, এই ২০২৫ অর্থবছরে একটি নতুন ৭-সিটার বি-এমপিভি চালু করার ঘোষণা করেছে। এর লক্ষ্য দেশের জাতীয় কার্যক্ষমতা বাড়ানো এবং রপ্তানিকে সম্প্রসারিত করা। গাড়িটি নিসানের পণ্যের প্রথম বিশ্বব্যাপী প্রকাশ।

এর পরেই, নিসান মোটর আবার একটি ৫-সিটার সি-এসইউভি লঞ্চ করবে, করেছে, যা আগের থেকেই জানানো হয়েছিল, এটি নিউ নিসান ম্যাগনাইটের সাফল্যের উপর ভিত্তি করে তৈরি। তারা ভারতীয়দের জন্য দুটি নতুন টিজারও শেয়ার করার পাশাপাশি, ২০২৬ অর্থবছরের মধ্যে বি/সি এবং ডি-এসইউভি সেগমেন্টে চারটি নতুন পণ্যও নিয়ে আসার প্রচেষ্টা করছে।

নিসানের আইকনিক নিসান পেট্রোল থেকে অনুপ্রাণিত এই সি-এসইউভি উন্নত প্রযুক্তি এবং শক্তিশালী নির্ভরযোগ্যতার মাধ্যমে ভারতীয় এসইউভি বাজারকে জয় করতে প্রস্তুত। এটি উচ্চতর অ্যাপ্রোচ এবং ডিপার্টমেন্ট অ্যাঙ্গেল অফার করে, যা গাড়িটিকে ভারতের রাস্তার জন্য আদর্শ সঙ্গী করে তুলেছে। অন্যদিকে, নিসান ৭-সিটার বি-এমপিভি তার মূল্য-সচেতন গ্রাহকদের জন্য সেরা মূল্য, গুণমান এবং আরাম নিশ্চিত করেছে, যাতে তারা এই গাড়িটিই সবচেয়ে বেশি কেনে। এর চমৎকার স্টাইলিং এবং ডিজাইনের জন্য ড্রাইভিং আনন্দকে আরামের সাথে সেরার স্থানে নিয়ে গেছে, যাতে মূল্য-সচেতন গ্রাহকদের জন্য গাড়িটিকে সবচেয়ে পছন্দের গাড়ি হিসেবে প্রস্তুত করা যায়।

নিসান ভারতের থেকেই বিক্রয় এবং রপ্তানিতে বার্ষিক ১০০,০০০ ইউনিট অর্জন করার জন্য কাজ করছে, যার লক্ষ্য হল চেন্নাইয়ের অ্যালায়েন্স জেভি প্ল্যান্টে স্থানীয়ভাবে নতুন পণ্য তৈরি করে আন্তর্জাতিক মান পূরণ করা, যাতে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক উভয় বাজারের চাহিদা পূরণ করা যায়।

NISSAN
NISSAN MAGNITE HATTRICK CARNIVAL
Hurry! Buy before price hike.
Benefits up to ₹ 55 000*
Additional Carnival Benefits up to ₹ 10 000^
Assured Gold Coin^
RANGE STARTS @ ₹6.14 LAKH*
20 BEST-IN-SEGMENT AND FIRST-IN-SEGMENT FEATURES
• I-KEY WITH WALK AWAY LOCK AND APPROACH UNLOCK
• 60-METRE REMOTE ENGINE START • MULTI COLOUR AMBIENT LIGHT
• PLASMACLUSTER® IONIZER • ELECTRONIC BEZEL-LESS AUTO-DIM IRVM
• MODURE LEATHER QUILTED SEATS
LIMITED STOCKS
VISIT DEALERSHIP NOW!
#BoldInsideOut
SCAN TO KNOW MORE

তৃণমূল-বিজেপি সংঘর্ষে উত্তেজনা কোচবিহারে

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: তৃণমূল ও বিজেপির সংঘর্ষে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ল কোচবিহার শহরে। ৪ এপ্রিল, শুক্রবার ঘটনাটি ঘটে কোচবিহার শহরে বিজেপির জেলা অফিসের সামনে। ওই ঘটনায় দুই পক্ষের অন্ততপক্ষে ১৫ জন জখম হয়েছে। ওই ঘটনার পর রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখান তৃণমূল ছাত্র পরিষদ। অপরদিকে রাস্তায় নেমে বিক্ষোভ দেখান বিজেপি কর্মী সমর্থকরা। পরে পুলিশ গিয়ে দুই পক্ষকে সরিয়ে দিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। আহতদের কোচবিহার এমজেএন মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। তৃণমূলের অভিযোগ, এদিন তৃণমূল ছাত্র পরিষদের মিছিল ছিল কোচবিহারে শহরে। সেই মিছিল শেষ করে রাসমেলার মাঠ থেকে দিনহাটার দিকে যাচ্ছিলেন তৃণমূল ছাত্র পরিষদ কর্মীরা। সেই সময় দলীয় কার্যালয় থেকে বিজেপি কর্মীরা বেরিয়ে তৃণমূল ছাত্র পরিষদের কর্মী সমর্থকদের উদ্দেশ্যে গালিগালাজ করেন এবং লাঠি নিয়ে কর্মীদের মারধোর শুরু করেন । তাতে বেশ কয়েকজন কর্মী জখম হয়। এক জনের মাথা ফেটে যায় বলে অভিযোগ। পরে তৃণমূল ছাত্র পরিষদ পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখায়। পুলিশের হস্তক্ষেপে ওই পথ অবরোধ তুলেন নেন তারা। ওই অভিযোগ অস্বীকার করেছেন বিজেপি নেতৃত্ব। তাদের পাল্টা অভিযোগ, শিক্ষকদের চাকরি বাতিলের প্রতিবাদে বিজেপির যুব মোর্চার নেতৃত্বে পথ অবরোধের কর্মসূচি নেওয়া হয়। সে জন্যে পার্টি অফিসের সামনে যুব মোর্চার কর্মীরা জড়ো হতে শুরু করে। সেই সময় তৃণমূল ছাত্র পরিষদ মিছিল নিয়ে গিয়ে বিজেপি কার্যালয়ে হামলা চালায়। পার্টি অফিসের সামনে থাকা গাড়ি ভাঙচুর করে এবং কয়েকজন বিজেপি কর্মী আক্রান্ত হয় বলে অভিযোগ।

তৃণমূল ছাত্র পরিষদের রাজ্য নেতা সায়নদ্বীপ গোস্বামী বলেন, “কোচবিহার শহরে তৃণমূল ছাত্র পরিষদের একটি প্রতিবাদ মিছিল ছিল। সেই মিছিল শেষে কেউ মাথাভাঙ্গায়, কেউ দিনহাটায় যাচ্ছিল। সেই সময় বিজেপি আশ্রিত দুষ্কৃতীরা কর্মীদের গাড়িতে বাঁশ, লাঠি, লোহার রড নিয়ে হামলা চালায়। তাতে কয়েকজন কর্মী আমাদের আক্রান্ত হয়েছে। তারা বর্তমানে চিকিৎসাধীন রয়েছে কোচবিহার এমজেএন মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে। আমরা পুলিশ প্রশাসনের কাছে অনুরোধ করবো যারা হামলা করে বিজেপি পার্টি অফিসে বসে আছে তাদের চিহ্নিত করে গ্রেফতার করা হোক, তা না হলে আগামী দিনে বৃহত্তর আন্দোলনে নামব।” বিজেপির তুফানগঞ্জ বিধানসভার বিধায়িকা মালতি রাভা রায় বলেন, “বিজেপির যুব মোর্চার কর্মসূচির জন্য প্রস্তুত নেওয়া হচ্ছিল দলীয় কার্যালয়ে। সেই সময় বিজেপি কর্মীদের দলীয় কার্যালয়ে সামনে দেখে তৃণমূল ছাত্র পরিষদের কর্মীরা আক্রমণ করে। ওই ঘটনায় আমাদের বেশ কয়েকজন কর্মী আক্রান্ত হয়। তৃণমূল চাচ্ছে বিজেপি যাতে কোন আন্দোলন করতে না পারে। তাই তারা আমাদের কর্মীদের উপর হামলা চালায়।”

দমকল কর্মীর সঙ্গে দুর্ব্যবহারের অভিযোগ চিকিৎসকের বিরুদ্ধে

নিজস্ব সংবাদদাতা, দিনহাটা: আগুন নেভানোর কাজে যুক্ত আহত এক দমকল কর্মী হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা খারাপ আচরণ করে বলে অভিযোগ। সম্প্রতি ঘটনাটি ঘটে কোচবিহারের দিনহাটা মহকুমা হাসপাতালে। দমকল কর্মীর অভিযোগ, তাঁর সতীর্থরা যখন তাঁকে নিয়ে হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নিয়ে যায়। সেই সময় দিনহাটা হাসপাতালে কর্তব্যরত এক চিকিৎসক তাঁর সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করে। তার চিকিৎসাও করানো হয় বলে অভিযোগ। ওই ঘটনায় মুহূর্তেই উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে দিনহাটা মহকুমা হাসপাতালে। সাধারণ মানুষেরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে হাসপাতালে গিয়ে বিক্ষোভ দেখায় ওই চিকিৎসকের বিরুদ্ধে। গোটা ঘটনায় দিনহাটা হাসপাতাল সুপার রঞ্জিত মন্ডল বলেন, “যে ঘটনা ঘটেছে এটা মেনে নেওয়া যায় না। ওই চিকিৎসকের বিরুদ্ধে যা ব্যবস্থা নেওয়ার দরকার অতি দ্রুত সেই ব্যবস্থা নেওয়া হবে।”

ঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা পরিদর্শনে অভিজিৎ

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: মধ্য রাতে আধ ঘন্টার ঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত কোচবিহারের বিস্তীর্ণ এলাকা। সম্প্রতি রাত ২ টা নাগাদ ঝড় শুরু হয়। সঙ্গে ছিল শিলাবৃষ্টিও। ওই ঝড়ে গাছ ভেঙে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে একাধিক বাড়ি। বিদ্যুতের তারে গাছ ভেঙে পড়ায় বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন শহর ও তার আশেপাশের বিভিন্ন এলাকা। দিনভর বিদ্যুৎ না থাকায় নাজেহাল হতে হয় সাধারণ মানুষদের। শহরের একাধিক রাস্তার উপর ভেঙে পড়েছে বড়ো বড় গাছ। প্রবল বিপত্তি যানবাহন চলাচলেও। তোর্সা সেতুতে একটি বাতিস্তম্ভ উপড়ে যায়। পরের দিন সকাল হতেই সেসব গাছ কেটে সাফ করে রাস্তা থেকে সারাতে তৎপরতা শুরু কোচবিহার প্রশাসন ও পুলিশ। শিলাবৃষ্টিতে পাট চাষের কিছুটা ক্ষতি হয়। কোচবিহার জেলা প্রশাসনের এক আধিকারিক বলেন, “ক্ষয়ক্ষতির হিসেব করা হচ্ছে। আমরা মানুষের পাশে রয়েছি।” কোচবিহার শহরের ১৫ নম্বর ওয়ার্ডে বাঁধের ধারে বেশ কিছু বাড়ির ক্ষতি হয়। সেই ক্ষতিগ্রস্তদের বাড়ি পরিদর্শন করতে যান কোচবিহার জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক। পরিদর্শনের পর ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য সব ধরণের সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন তিনি। অভিজিৎ দে ভৌমিক বলেন, “আচমকা ঝড়ে কোচবিহার পুরসভার ১৫ নম্বর ওয়ার্ডে বেশ কিছু বাড়িতে গাছ ভেঙে পড়েছে। তাতে অনেক মানুষের ক্ষতি হয়েছে। সেই বাড়িগুলিতে গিয়েছি। ক্ষতিগ্রস্ত মানুষদের ত্রিপল দিয়ে সাহায্য করতে। যদিও ওই ত্রিপল আমার অফিস থেকে দেওয়া হবে। তারপর ঘরগুলি সংস্কার করতে তাদের সাহায্যের আশ্বাস দিয়েছি।

কোচবিহারে চাকরিহারা শিক্ষক-শিক্ষিকাদের বিক্ষোভ মিছিল

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: সাময়িক সুরাহা নয় স্থায়ীভাবে স্কুলে ফিরতে চান স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকারা। আর এই সব একাধিক বিষয়কে সামনে রেখে শুক্রবার কোচবিহার শহরে পথ অবরোধ করে মিছিল করলেন যোগ্য শিক্ষক-শিক্ষিকা ও শিক্ষাকর্মী অধিকার মঞ্চের সদস্যরা। তাদের দাবি সাময়িক সুরাহা নয় যোগ্য শিক্ষক-শিক্ষিকা ও শিক্ষা কর্মীদের সম্মানের সহিত নিজের বিদ্যালয়ে চাকরিতে বহাল রাখতে হবে ও তাদের উপর পাশবিক পুলিশি নির্যাতনের প্রতিবাদে সমাজের সকল স্তরের সাধারণ মানুষ জ্ঞানী-গুণী বুদ্ধিজীবী শিক্ষিত সমাজ ও ছাত্র-ছাত্রীদের আহ্বান জানিয়ে এদিনের এই প্রতিবাদ মিছিল। শুক্রবার দুপুর সাড়ে বারোটা নাগাদ কোচবিহার রাজবাড়ি স্টেডিয়াম থেকে জমায়েত করে কোচবিহার শহরের রাজপথ পরিক্রমা করেন।

বিএসএফ পরিচয় দিয়ে প্রতারণার অভিযোগ

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: বিএসএফ পরিচয় দিয়ে এক দর্জির দোকানের মালিকের প্রায় সাড়ে পাঁচ হাজার টাকা সাইবার অপরাধীরা হাতিয়ে নিয়েছে বলে অভিযোগ। ৯ এপ্রিল, বুধবার ঘটনাটি ঘটেছে কোচবিহারের ভবানীগঞ্জ বাজারে লালদিঘির পাড়ে। ওই দোকানের মালিকের অভিযোগ, তাঁর পাঁচ হাজার তিনশো টাকা এক প্রতারক নিয়ে নিয়েছে বলে অভিযোগ। ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য কোচবিহার লালদিঘির পাড়ের ওই দর্জির দোকান সহ আশেপাশে এলাকায়। স্থানীয় ব্যবসায়ীরা জানান, ওইদিন বিকেলে বিএসএফ ক্যাম্পের পরিচয় দিয়ে দর্জির দোকানের মালিকের কাছে একটি ফোন করা হয়। ব্যবসায়ীকে জানানো হয়, তারা ওই দর্জির দোকান থেকে তারা অর্ডার নিতে চায়। তাই জামা কাপড়ের মাপ নেওয়ার জন্য ওই দোকান মালিককে কোনও এক বিএসএফ ক্যাম্পের ভেতরে আসতে বলে। রাজি হয় দোকান মালিক। তার কিছুক্ষণ পর আবার ফোন করে জানানো হয়, এদিনই ক্যাম্পে গিয়ে জামা কাপড়ের মাপ নিতে হবে। তাই ক্যাম্পে গেট পাস বানানোর জন্য ব্যবসায়ীর ডিটেলস চাওয়া হয়। ওই ব্যবসায়ী বলেন, “আগে আমরা আপনার অর্ডারের অগ্রিম পেমেন্ট করে দিচ্ছি। এই বলে আবার ফোন কাটা হয়।” এরপরই দোকান মালিক প্রয়োজনীয় নথি জানিয়ে দেয় এরপরে ভিডিও কল করে জানানো হয় তারা একটি স্ক্যানার পাঠাবে। সেখানে প্রথমে দোকান মালিককে দশ টাকা দিতে হবে স্ক্যানারের মাধ্যমে। পরে সেখানে পেমেন্ট করা হবে। ব্যবসায়ী বলেন, “বিএসএফ মানুষের ভরসাযোগ্য ভেবে স্ক্যানারে দশ টাকা পেমেন্ট করি। আর তারপরই তার একাউন্ট থেকে ভ্যানিশ হয়ে যায় ৫৩০০ টাকা। এতে আতঙ্কিত হয়ে পড়েন তিনি। তারপর থেকেই ওই প্রতারকের ফোন নাম্বার বন্ধ রয়েছে।”

ইসরোতে সুযোগ পেলেন দিনহাটার ময়ূরাক্ষী

নিজস্ব সংবাদদাতা, দিনহাটা: কৃষি নিয়ে গবেষণা করতে করতেই ইসরোতে সুযোগ। ময়ূরাক্ষীর সাফল্যে উজ্জ্বল দিনহাটা। অজানা নক্ষত্রপুঞ্জের সন্ধান করে ভাটনগর পুরস্কারপ্রাপ্ত বিজ্ঞানী কনক সাহার হাত ধরে কোচবিহার জেলার দিনহাটার নাম অনেক আগেই সারা দেশে উজ্জ্বল হয়েছিল। এবার সেই তালিকায় নতুন পালক জুড়ল দিনহাটা পুরসভার ১৫ নম্বর ওয়ার্ডের ময়ূরাক্ষী চন্দের হাত ধরে। সারা দেশে চারজনের মধ্যে ময়ূরাক্ষীকে ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থা ইসরো (ISRO) বিজ্ঞানী হিসেবে নিযুক্ত করেছে। ময়ূরাক্ষী ২০১৪ সালে দিনহাটা গার্লস হাইস্কুল থেকে মাধ্যমিক দিয়ে ২০১৬ সালে দিনহাটা সোনিদেবী জৈন হাইস্কুল থেকে উচ্চমাধ্যমিক পাশ করে। এরপর বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক শেষ করে নিউদিল্লি ইন্ডিয়ান এগ্রিকালচারাল রিসার্চ ইনস্টিটিউট থেকে সয়েল নিয়ে এমএসসি শেষ করে। বর্তমানে ওই ইনস্টিটিউটেই সায়েন্সে গবেষণা করছেন তিনি। এরই মাঝে এবছরের জানুয়ারি মাসে ইসরোয় আবেদন করে ময়ূরাক্ষী। লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে সারা দেশ থেকে বাছাই করা ২০ জনের মৌখিক পরীক্ষা হয়। যার ফলাফল ৮ এপ্রিল জানানো হয়। সেখানেই ময়ূরাক্ষীকে ইসরোর বিজ্ঞানী হিসেবে নিয়োগের কথা জানানো হয়েছে। এই খবর জানার পর ময়ূরাক্ষীর বাড়িতে খুশির হাওয়া। ময়ূরাক্ষীর বাবা প্রদীপ চন্দ বলেন, মেয়ে বরাবরই পড়াশোনায় ভালো ছিল, কখনওই ওকে পড়াশোনা নিয়ে কিছু বলতে হয়নি। আমি নিজে শিক্ষকতার সঙ্গে যুক্ত থাকায় ব্যস্ত থাকতাম, ওর মা নার্স হওয়ার কারণে সেভাবে সময় দিতে পারেনি কখনই। এর ফলে ওর এই সাফল্য একান্তই ওর পরিশ্রমের ফসল। মা বুলবুল দেবী বলেন, সত্যিই ওর জন্য গর্ব হচ্ছে। ইসরোর মতো একটি জায়গায় বিজ্ঞানী হিসেবে সুযোগ নিঃসন্দেহে বড় পাওনা। দিল্লি থেকে ময়ূরাক্ষী জানান, বর্তমানে নিউদিল্লি ইন্ডিয়ান এগ্রিকালচারাল রিসার্চ ইনস্টিটিউটে থেকে গবেষণা করছে। এরই মাঝে এই সুযোগ বড় পাওনা। ইসরোর ন্যাশনাল রিমোট সেন্সিং সেন্টারে বিজ্ঞানী হিসেবে সুযোগ পেয়েছি। এর জন্য পরিবারের অবদান সব চাইতে বেশি।

দিল্লি চলো অভিযান নিয়ে প্রচারে ফরওয়ার্ড ব্লক

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: মূল্যবৃদ্ধি সহ একাধিক ইস্যুতে আগামী ১১ এপ্রিল দিল্লি চলো অভিযানের ডাক দিয়েছে ফরওয়ার্ড ব্লক। আর তা নিয়ে ৮ এপ্রিল, মঙ্গলবার কোচবিহার শহরে মিছিল করল দল। দলের পক্ষ থেকে জানানো হয়, সাম্প্রতিকালের বিভিন্ন ইস্যুর প্রতিবাদ ও আগামী ১১ এপ্রিল দিল্লি চলোর অভিযান নিয়ে কোচবিহার শহরে মিছিল করা হয়। এদিন বিকেলে মিছিলটি শুরু হয়ে কোচবিহার শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে। ফব’র দাবি, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি, সাম্প্রদায়িকতা ও দুর্নীতির প্রতিবাদে, নারী সুরক্ষা, ১০০ দিনের কাজের বকেয়া টাকা মেটানোর দাবিতে আগামী ১১ই এপ্রিল দিল্লি চলো অভিযান হবে। ইতিমধ্যেই ফরওয়ার্ড ব্লকের কোচবিহার জেলার নেতা আব্দুর রউফ দিল্লি গিয়ে পরিযায়ী শ্রমিকদের মধ্যে ওই বিষয়গুলি নিয়ে প্রচার শুরু করেছেন।

স্বতাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপন পণ্ডিত কর্তৃক ডাউয়াগুড়ি, কলেরপার, জেলাঃ কোচবিহার, পশ্চিমবঙ্গ, ডাক সূচক- ৭৩৬১৫৬ থেকে প্রকাশিত এবং জনবার্তা প্রিন্টিং প্রেস, দক্ষিণ খাগরাবাড়ী, জেলাঃ কোচবিহার, পশ্চিমবঙ্গ, ডাক সূচক- ৭৩৬১০১ থেকে মুদ্রিত। ● সম্পাদকঃ সন্দীপন পণ্ডিত ● Printed, Published and Owned by Sandipan Pandit and Printed at ‘Janabarta’ Printing Press, Dakshin Khagarbari, District: Cooch Behar, West Bengal, PIN Code: 736101 and Published at Dawaguri, Kolerpar, Dist.: Cooch Behar, West Bengal, PIN Code – 736156 Editor : Sandipan Pandit, Tele-Fax : 0353-2431015 Website : www.purbottar.in, e-mail : contact@purbottar.in RNI No.: 71057/96